জাপানে আঘাত হানছে শক্তিশালী টাইফুন ‘শানশান’

সারে-জমিন

কেন্দ্র ধর্ষণ বিরোধী আইন আনুক: অভিষেক

রূপসী বাংলা

কেন আন্তর্জাতিক ঘটনার আঁচ গিয়ে পড়ে দেশের মুসলিমদের

সম্পাদকীয়

ইসলামী শরিয়তে পর্দার বিধান

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৯ আগস্ট, ২০২৪
১৩ ভাদ্র ১৪৩১
২৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইএসএল সমস্যা মিটল মহামেডানের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 234 ■ Daily APONZONE ■ 29 August 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

উচ্চ প্রাথমিকের ১৪ হাজার শূন্য পদে নিয়োগে ছাড়পত্র কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের জন্য সুখবর বয়ে আনল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ প্রাথমিকে যে ১৪০৫২ শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে তাতে নিয়োগে ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিল, উচ্চপ্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। ৪ সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ডিভিশন বেঞ্চ,আর তার পরের ৪ সপ্তাহে কাউন্সেলিং করে ১৪০৫২ শূন্যপদে নিয়োগ করারও নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগের জন্য এসএসসি টেট নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ২০১৫ সালের অগাস্ট মাসে। সেই সময় ৭-৮ লাখ পরীক্ষার্থী বসেন টেটে। ২০১৫ সালেই ফল প্রকাশ হয় উচ্চ প্রাথমিক টেটের। পরে ১৪৩৩৯ শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তা নিয়ে মামলা হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ছিল।

বিধানসভায় ‘ধর্ষকের ফাঁসি চাই’ বিল পাস করব: মমতা

এম মেহেদী সানি ও সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ‘তৃণমূল ছাত্র পরিষদে’র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কলকাতার মেয়ো রোডের দলীয় সমাবেশ থেকে বুধবার ধর্ষণ রোধে বিধানসভায় বিল পাসের ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরবচ্ছিন্ন ধর্ষণ রোধে ধর্ষকের ফাঁসির শাস্তি দিতে বিশেষ অধিবেশন ডাকিয়ে বিধানসভায় আইন পাশ করার বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে সাংসদ ও তৃণমূল সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইনের দাবিতে আন্দোলন তৃণমূল দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন বলে জানান। তাঁর কথায়, “দাবি এক, দফা এক– ধর্ষণ বিরোধী আইন।” লোকসভায় ধর্ষণ বিরোধী আইনের জন্য যদি বিল পেশ না হয় তবে প্রাইভেট মেম্বার বিলের মাধ্যমে লোকসভায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণবিরোধী আইনের বিল পেশ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এ দিনের সভা থেকে মমতা বলেন, “আগামী সপ্তাহে স্পিকারকে বলে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডাকব। ১০ দিনের মধ্যে ‘ধর্ষকের ফাঁসি চাই’ এই বিল এনে পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাব।”

পাশাপাশি আরজি কর-কাণ্ডে ঘটনায় এ বার পাল্টা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “৯ তারিখে পুলিশ ডেডবডি পেয়েছে। ১০ তারিখে শেষকৃত্য হয়েছে। সারারাত জেগে পুলিশ কাজ করেছে। ১১ তারিখ কাজ ছিল বলে ১২ তারিখে সকালে তাদের বাড়ি গিয়েছি। তার বাবা মাকে বলেছি, বলুন আপনারা কী বলতে চান? আপনারা আমাদের কাছে কী কী চান? আপনাদের কী কী দাবি? আমি পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার আগে যে কেসটা দেখছেন পুলিশ সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে পুলিশ রিপোর্ট তার বাবা মাকে দেখিয়ে এসেছিল।”

তিনি আরও বলেন, “আজ ক’দিন হল? ১৬ দিন হয়ে গেল। কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে? বলতে হবে, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই।”

মমতা আরও বলেন “আমি শুধু বলেছিলাম, আজকে সোমবার। আমাকে শনিবার পর্যন্ত সময় দিন। পাঁচ দিন। কিন্তু মঙ্গলবারের মধ্যে সিবিআই হয়ে গেল। মানে ওরা

বিচার চায় না, কেসটাকে জলে ফেলে দিল। ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ কঠিন আইন তৈরি করে সিবিআই ও ইডিকে দিয়ে বিরোধীদের জব্দ করার চেষ্টা করছে।”

বুধবারের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষিতা ও খুন হওয়া চিকিৎসকের প্রতি উৎসর্গ করেছেন মমতা। পাশাপাশি, সারা দেশে যত মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি দুঃখপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতার অভিযোগ, “আসল আন্দোলনের মুখ ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই।” তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশের দিন বিজেপি বন্ধ ডেকে কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা।

তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আগামী শুক্রবার ফাঁসির দাবিতে কলেজের গেটে গেটে সভা। তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা সবাই থাকবেই। শনিবার ব্লকে ব্লকে করা হবে মিছিল, ধরনা। ১ তারিখ অর্থাৎ পয়লা সেপ্টেম্বর মেয়েরা ব্লকে ব্লকে ধরনা করবেন। এই ধরনের নেতৃত্বের জন্য মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। একইসঙ্গে তৃণমূলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কেন সমাজ মাধ্যমে আরও বেশি সক্রিয় নন সেই প্রশ্নও তোলেন মমতা। নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন ‘কেন সে ভাবে ফেক ভিডিওর বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে না?’

একইসঙ্গে এদিন গতকালের নবান্ন অভিযানের নেপথ্যে আসলে কারা ছিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, মমতার হুঁশিয়ারি, বাংলার উপরে কোনও অত্যাচার হলে তিনি মেনে নেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, গতকালের নবান্ন অভিযানে যাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, সেই ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ সংযত থাকায় সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।’

মমতার আর্জি খারিজ, কর্মবিরতি তুলছেন না জুনিয়র ডাক্তাররা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার গান্ধি মূর্তি পাদদেশে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে দিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বুধবার প্রতিবাদ মিছিল শহরের বুকে করার পর জুনিয়ার ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দিল কর্ম বিরতি উঠছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশ থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলতে শোনা যায় এবার আস্তে আস্তে কাজে যোগদান করুন। আমরা চাই না কারোর সারা জীবনটা নষ্ট হোক। আমরা এফ আই আর করলে বা আইনত ব্যবস্থা নিলে সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে জুনিয়র ডাক্তাররা প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি হিসেবে দেখছেন। বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের সেই মিছিল থেকে পাল্টা পড়ুয়া ডাক্তাররা এফ আই আর এর ভয় যেন না দেখানো হয়। আন্দোলন চলবে। জুনিয়র ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাদের যে দাবিগুলো আছে তা মেনে নেওয়া না পর্যন্ত এই আন্দোলন অর্থাৎ কর্মবিরতি চলবে। জুনিয়র ডাক্তাররা মূলত যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নিহত পড়ুয়া চিকিৎসকের সঠিক বিচার হোক। ওই ঘটনার পেছনে কারোর মদত ছিল কিনা ষড়যন্ত্র ছিল কিনা তা সিবিআই খুঁজে বের করুক। ১৪ আগস্ট আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সেই ঘটনার পেছনে কারা ছিল তার প্রকৃত তদন্ত হোক। এর পাশাপাশি আন্দোলনরত চিকিৎসকদের দাবি ছিল খুনের তথ্য প্রমাণ লোপাটে স্বাস্থ্য ভবনের কারোর কোন ভূমিকা আছে কিনা তা তদন্ত করতে হবে এবং অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করতে হবে। এদিকে বুধবার বিকেলে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় সন্দীপ ঘোষকে তারা সাসপেন্ড করেছে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

বনধ প্রভাব ফেলল না হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বনধ এর প্রভাব পড়লনা হরিহরপাড়া ও নওদায় ।

বিজেপির ডাকা বন্ধে প্রভাব পড়ল না মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া বাজারের। প্রতিদিনের মতো বুধবারও ছিল দোকান বাজার সরকারি অফিস স্কুল খোলা। পাশাপাশি নওদা থানার আমতলা, মধুপুর, পাটিকাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় দোকান বাজার স্বাভাবিক ছিল। এবং স্কুল সরকারি অফিস খোলা ছিল। এদিন সকাল আটটা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা হরিহরপাড়া বাজার এলাকায় কোন মানুষ যেন সমস্যায় না পড়ে সেই লক্ষ্যে তৃণমূল নেতাকর্মীরা, গোটা বাজার ঘুরে দেখেন। হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসে সভাপতি আহাতাবউদ্দিন সেখ তিনি জানিয়েছেন এই বনধ সর্বনাশা বনধ। মঙ্গলবার নবান্ন অভিজান সফল করতে পারেনি সেই কারণে বিজে লপি এই বনধ ডেকে তারা মানুষের জনজীবনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করবে আমরা তা প্রতিহত করব বলে জানান তিনি।

বনধে দেগঙ্গায় স্বাভাবিক জনজীবন

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: বিজেপির ডাকা বুধবারের ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের দিন দেগঙ্গা,বাদুড়িয়া এলাকায় জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। অন্যান্য দিনের মতো মানুষ কাজে বেরিয়েছেন। দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার মফিদুল হক সাহাজি বলেন,সবই অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক ছন্দে চলেছে। দোকানপাট, বাজার, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, পঞ্চায়েত অফিস সব জায়গাতেই স্বাভাবিক নিয়মে কাজ হয়েছে। মানুষ বিজেপির এই বনধকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপি আজ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেই জন্য বনধ ডেকে প্রচারের আলোয় ভেসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

নার্স-বিক্ষোভ মালদা মেডিক্যালে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নার্সদের বিক্ষোভে এবার উত্তাল হয়ে উঠল মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। বুধবার দুপুরে সুপারের ঘরের সামনে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভব্য আচারণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান কর্তব্যরত নার্সরা। আর জি কর কাণ্ডের পরে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার তৈরির উদ্যোগ নেয়। অভিযোগ, নার্সদের পোশাক বদলের রুম চিকিৎসকদের বিশ্রামাগার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন তা নিয়ে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকেই এক চিকিৎসক মহিলা এবং পুরুষ নার্সের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নার্সদের একাংশ। তবে, পরিষেবা ব্যহত করা হয়নি বলে জানান তাঁরা।

বহরমপুর জুড়ে ব্যাপক দাদাগিরি দেখাল বনধ সমর্থকদের বাহিনী

উম্মার সেখ ও হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বনধ সমর্থন করতে সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদে বিক্ষোভ বিজেপির। কখনও ট্রেন অবরোধ, কখনও বাস বন্ধের চেষ্টা।এদিন বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডে রীতিমতো তাণ্ডবের মেজাজে পথে নামেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। ছিলেন বিজেপি বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শাখারভ সরকার।কখনো বাসের রাস্তা আটকে। কখনও ট্রাকের সামনে উঠে দেখানো হয় বিক্ষোভ।

বহরমপুরে বনধ সফল করতে এবার দাদাগিরির মেজাজে বিজেপি নেতাকর্মীরা।

বনধ সফল করতে সাত সকালে স্কুলে ঢুকে পড়লেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। ছিলেন বিজেপি বহরমপুর জেলা সভাপতি শাখারভ সরকারও।

বহরমপুরে সরকারী স্কুলে ঢুকে বন্ধ সফল করার চেষ্টা।

প্রাথমিক বিভাগের স্কুলের ভিতরে ঢুকে বিজেপি কর্মীরা মেজাজ দেখালেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের। স্কুলের ভিতরে ঢুকে বনধ সফলের চেষ্টা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, "বনধ ডেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। যেখানে অভিভাবকেরা তাদের শিশুদের রেখে গিয়েছেন, সেই বিদ্যালয় বন্ধ করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।"

এদিন বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডেও কার্যত দাদাগিরির মেজাজ ছিল বনধ সমর্থকদের। জোর করে বন্ধ করা হয় দোকানও। যদিও বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। এরপর দোকান বন্ধের চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। এদিন মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী এক্সপ্রেস আটকে দেখানো হয় বিক্ষোভ। যদিও এদিন বেলা ১০টা নাগাদ বিজেপি নেতাকর্মীদের জেলা প্রশাসনিক ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখালে সেখান থেকে তাদের আটক করে পুলিশ।

পাইপলাইন ফেটে অপরিশোধিত ভোজ্য তেল ছড়াল রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: হলদিয়ায় একটি ভোজ্য তেল প্রস্তুতকারী বেসরকারি সংস্থার পাইপলাইন ফেটে বিপত্তি। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে চিরঞ্জীবপুরে ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ফেটে রাস্তায় জমা হয় অপরিশোধিত ভোজ্য তেল। জানা গিয়েছে, হলদিয়া শিল্প তালুকে একটি বেসরকারি সংস্থার ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন ফেটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। হলদিয়া বন্দরের জাহাজ থেকে অপরিশোধিত পাম অয়েল পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে সরাসরি কারখানায় সরবরাহ করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। আর সেই পাইপলাইন ফেটেই ঘটে বিপত্তি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই এলাকাবাসী ঘটনার বিষয়ে জানতে পারেন এবং তেল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। পরে অবশ্য পুলিশ ঘিরে সকলকে সরিয়ে দেয় এবং এলাকাটি ঘিরে ফেলে।ওই বেসরকারি তেল কারখানার, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'প্রায় ৪০ মেট্রিক টন অপরিশোধিত পামওয়েল অপচয় হয়েছে এই ঘটনায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা। এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।' কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল? নেপথ্যে কি কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

তবে এই ঘটনায় পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে মহকুমা শাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। বহুদিনের পুরনো পাইপলাইন। হয়তো মরচে পড়েই এই ঘটনা ঘটেছে।পুলিশ দিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বনধে ক্যানিং স্বাভাবিক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বনধ এ ক্যানিং মহকুমা এলাকায় জনজীবন ছিল স্বাভাবিক। এদিন সকাল থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এদিন সকালে নটার আপ ট্রেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যানিং ষ্টেশনে। জানা গিয়েছে বিদ্যাধরপুর এলাকায় বনধ সমর্থদের জন্য গোলযোগ হয়। এছাড়াও ক্যানিং ষ্টেশনে বেশকিছু যাত্রী টিকিট কেটে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরে বেশকিছু যাত্রী টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হবে বলে গোলযোগ পাকানোর চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং আরপিএফ আধিকারীক পঙ্কজ কুমারের নেতৃত্বে রেলপুলিশ ও ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রাম কুমার মন্ডল,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ক্যানিং ষ্টেশনে হাজীর হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আনেন। পরে অবশ্য ১০ টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। নদী এলাকায় পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা সচল ছিল। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদারের নেতৃত্বে বাসন্তীর পালবাড়ি এলাকায় বনধ সমর্থকরা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার আইসি অভিজিত পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। পাশাপাশি বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদারকে আটক করে।

কেন্দ্র ধর্ষণ বিরোধী আইন আনুক, না আনলে আন্দোলন: অভিষেক

এম মেহেদী সানি ও সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর সেই দিনই বিজেপি ১২ ঘন্টার বাংলা বনধ ডেকেছে। সেই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১৪ তারিখ মেয়েদের রাতদখলের ডাক দিয়েছিল। আমরা সম্মান জানাই। যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, ধর্ষণমুক্ত সমাজ গড়ার, যাঁরা দোষী, তাঁদের কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি। চার দিন কলকাতা পুলিশের হাতে কেস ছিল। ১৪ তারিখ আদালত সিবিআই-এর হাতে কেস দেয়। এখন বিষয়টা সিবিআইয়ের হাতে। অথচ ওরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছে। কালকে যারা রাস্তায় নেমেছিল, কোনও ভদ্রলোককে আপনি দেখবেন না। এমন এমন ছাত্র কাল রাস্তায় নেমেছে, কেউ বলছে, আমি বিএসসি-তে অনার্স নিয়ে কমার্স পড়ছি। কেউ বলছে, আমার ২৩ বছর বয়স, ক্লাস ইলেভেন পড়ে। তাঁকে স্কুলের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলছে ভুলে গেছি। তিনি বলেন, বিজেপিতে কোনো ভদ্রলোক নেই, সব পাতা খোরের দল।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষণ বিরোধী আইন যদি কেন্দ্রের সরকার আগামী দু'চার মাসের মধ্যে না আনে, তা হলে দিল্লিতে তৃণমূল বৃহত্তর আন্দোলন করবে। আইনের দাবিতে আমরা দলগত ভাবে চিঠি লিখব কেন্দ্রীয় সরকারকে।"

তিনি বলেন, যারা লাশের রাজনীতি করছে, নারী বিরোধী বিজেপি র কাছে বাংলার মানুষ শিখবে না। মমতার পদত্যাগ যারা দাবি করছে তাদের জানাই যারা সন্দেশখালি করে, মহিলাদের মান-সম্মান-সম্ভ্রম দু'হাজার টাকার বিনিময়ে দিল্লির বুকে বিক্রি করেছেন, তাঁদের নারী সুরক্ষা নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই। যাদের আমলে হাথরস, কাঠুয়া, বদলাপুর, উন্নাও হয়েছে, সেই নারী বিরোধী বিজেপির কাছে বাংলার মানুষকে রাজনীতি করা শিখতে হবে না ।"

নারী নির্যাতনের এক উত্তরপ্রদেশ , দুই মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান , মহারাষ্ট্র। সব ডবল ইঞ্জিন সরকার। অভিষেক আরও বলেন, ভারতবর্ষে ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন আসা উচিত। টাইম বাউন্ড। বিজেপি নেতাদের বলব, যাঁরা নবান্ন অভিযান করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছেন, তাঁরা সংসদ অভিযান করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ধর্ষণবিরোধী আইন আনার জন্য দাবি করুন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে দাবি জানান, বিজেপির সভাপতির কাছে দাবি জানান। আমি বলছি, ওঁদের ক্ষমতা নেই, ধর্ষণ বিরোধী আইন ভারতে আনার। কারণ এই আইন এলে সবথেকে আগে বেশি যারা জেলে যাবে, তারা বিজেপির লোক।

হাওড়ার মল্লিক ফটকে ভেঙে পড়ল তিনতলা বাড়ির একটি অংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার মল্লিক ফটক এলাকার ১ নম্বর রাধামাধব ঘোষ লেনে বুধবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিনতলা একটি পুরনো বাড়ি। ঘটনাস্থলে হাওড়া সিটি পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা পৌঁছে যায়। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা সিইএসসির তরফেও কর্মীরা যান। বাড়ির ভেতর একজন আটকে পড়লেও তাকে ইতিমধ্যেই সুস্থ অবস্থায় বের করে আনা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন আগেই প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো এই বাড়িটিকে বিপদজনক ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত নোটিশ টাঙানো হয়েছিল বলে দাবি প্রাক্তন কাউন্সিলরের। কিন্তু তারপরেও ওই বাড়িতে যারা বসবাস করছেন তারা বাড়িটি ছেলে অন্যত্র সরে যাননি। বাড়িটির মেরামতির কাজও করা হয়নি। দুদিনের প্রবল বর্ষণের পর বুধবার বিকেলে বাড়িটির অনেকটা

অংশ হুর মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তবে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটে নি। ওই বাড়িতে বসবাসরত লোকজন এবং তাদের জিনিসপত্রকে অন্যত্র সরিয়ে হাওড়া কর্পোরেশন বাড়িটির বিপদজনক অংশ ভেঙে দেওয়ার কাজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে,বাংলা বনধের সমর্থনে হাওড়ার কদমতলার পাওয়ার হাউস মোড় থেকে বিজেপির মিছিল বুধবার শুরু হয়। পঞ্চাননতলায় বিজেপি কর্মীরা জোর করে দোকানপাট বন্ধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ ও র‍্যাফের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় বিজেপি কর্মীদের।

পুলিশ পঞ্চাননতলা থেকে উমেশ রাই, ওমপ্রকাশ সিং প্রমুখ বিজেপি নেতৃত্বকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

নদিয়ায় দফায় দফায় রেল অবরোধে ভোগান্তি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ১২ ঘন্টার ধর্মঘট সফল করতে মরিয়া বিজেপি। দফায় দফায় রেল অবরোধ, ভোগান্তিতে নিত্য যাত্রীরা।

নবান্ন অভিযানের পরে বুধবার রাজ্যে জুড়ে ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাক দেয় বিজেপি। এবার বিজেপির ঢাকা ধর্মঘটকে সফল করতে মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব। সকাল কৃষ্ণনগর,শান্তিপুর রেলস্টেশনে দফায় দফায় বিক্ষোভ করে বিজেপি। আটকে দেয়া হয় রেল,ভোগান্তিতে পরে নিত্যযাত্রীরা শান্তিপুর রেল স্টেশনে একই পরিণতি।রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তার বিজেপি কর্মীদের সাথে নিয়ে রেলগেটে অবস্থান বিক্ষভে বসে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিক্ষোভ চালিয়ে যান,যদিও এই বিক্ষোভের কারণে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল হয়। রানাঘাট,, কল্যাণী,মদনপুর সহ বিভিন্ন রেল স্টেশনে বিজেপির ডাকা ধর্মঘট সফল করতে একইভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি কর্মীরা।

অন্যদিকে নবদ্বীপ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় যান চলাচল থেকে স্বাভাবিক থাকে।নদীপথের ফেরিঘাট গুলিও প্রতিদিনের মতোই একই ছন্দে থাকে,অর্থাৎ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় একমাত্র ভরসা রেলপথের উপর ধর্মঘট নিয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে চাইছে বিজেপি। এখনো পর্যন্ত এমনটাই নজরে পড়ছে জেলা জুড়ে। অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকেও দেওয়া হয়েছে করা হুঁশিয়ারি বিজেপি যাতে কোনো রকম ভাবেই এই ধর্মঘট সফল করতে না পারে সেই দিকেও সকলের উদ্দেশ্যে করাবার্তা দেয়া হয়।

প্রতিদিনের মতো যাতে দোকানপাট বাজার ঘাট খোলা থাকে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা থাকে এবং সবাই সবার কাজে যাতে যুক্ত হয় এই বার্তা দেয় রাজ্য সরকার।কার্যত বিজেপির ডাকা বন্ধ ব্যর্থ হল জেলার বিভিন্ন জায়গায় অন্যদিনের মতো বন্ধের দিনেও সরকারি অফিস এবং দোকান খোলা রয়েছে চলাচল স্বাভাবিক।

বড়ো সোহার গ্রামের বৃদ্ধা ৫ দিন নিখোঁজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত করণদিঘী ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বড়ো সোহার গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা মকবুল হুসেইন (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর) গত ২৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

নিখোঁজ মকবুল হুসেইনের বড়ো ছেলে মোহাম্মদ তুফানি জানান, তার বাবা গত ২৪ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে তিনি কোথায় গেছেন, তা কেউ জানে না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হলেও, তাদের কাছেও কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মকবুল হুসেইনের ভাই, নাজির হোসেন, আরও জানান যে, করণদিঘী ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বড়ো সোহার গ্রামের বাসিন্দা মকবুল হুসেন ২৪ আগস্ট বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এখনও বাড়ি ফেরেননি। তার খোঁজে গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে অনেক চেষ্টা চালালেও এখনো পর্যন্ত কোন সন্ধান মেলেনি।

বনধ সমর্থকরা নিরুত্তাপ ছিল বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিজেপির ডাকা বনধের কার্যত কোন প্রভাবই পড়েনি বোলপুর মহকুমা জুড়ে। বিশেষত বোলপুর শহরে বনধের পক্ষে কাউকেই দেখা যায়নি। আর পাঁচটা অন্যান্য দিনের মতোই ব্যস্ত রয়েছে বোলপুর শহর। উল্টোদিকে বনধের বিরোধিতায় পথে নামে বোলপুর শহর তৃণমূল। এদিন বোলপুর টৌরাস্তা থেকে তৃণমূলের মিছিল আয়োজিত হয়। সেই মিছিলে পা মেলান বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। কোনওভাবেই এই বনধকে কার্যকরী হতে দেওয়া যাবে না সেই দাবিতে পথে নামে তৃণমূল। বোলপুর শহরে মিছিল করার পর মন্ত্রী চলে যান তার বিধানসভা ক্ষেত্র ইলামবাজারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরজি করে ন্যায়বিচার চেয়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার প্রাক্ সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরে মহামিছিল করলেন কবি ও আবৃত্তি শিল্পীরা। কবি, আবৃত্তি শিল্পী ও বাচিক সংস্থাগুলির সম্মিলিত প্রতিবাদী মহামিছিল বিদ্যাসাগর হল ময়দান থেকে থেকে বেরিয়ে গান্ধীমোড়, বিদ্যাসাগরমোড়, ক্ষুদিরাম মোড় হয়ে হয়ে পুনরায় বিদ্যাসাগর হল ময়দানে এসে শেষ হয়।পথ পরিক্রমার পথে পথে প্রতিবাদী কবিতা পাঠ করতে থাকেন কবিরা ও বাচিক শিল্পীরা। বিদ্যাসাগর হল ময়দানে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে জাস্টিস ফর আর জি কর লেখা হয়। কবি ও আবৃত্তি শিল্পীরা সেখানে প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন।

বড়ঞায় কোনো প্রভাব পড়ল না বনধের

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বনধের কোনো প্রভাব পড়ল না। মুর্শিদাবাদে বাদে কান্দি মহকুমা আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে এবং গতকাল ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে ১২ ঘন্টার বাংলা বন্ধের ডাক দেয়া হয়েছে, এই বাংলা বনধকে সফল করবার জন্য মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের। আবেদন জানান। কিন্তু কোন প্রভাব পড়ল না বনধের। কান্দি মহকুমা,। যেমন সালার, ভরতপুর, খড়গ্রাম, বড়ঞা প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক দোকানপাট খোলা আছে।, যান চলাচল স্বাভাবিক, সরকারি অফিস স্কুল, সমস্ত কিছু, প্রতিদিনের মতোই খোলা, বড়ঞা এলাকায় বনধের কোন প্রভাব পড়া দেখা যায়নি। আন্দী, বেল গ্রাম, বিপ্রশেখর, বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে জানা যায়। কিন্তু সেখানে সকাল থেকে দোকান বাজার সমস্ত কিছু খোলা আছে। বন্ধের দিন কান্দি মহকুমা কোন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের দেখা যায়নি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল করে সাধারণ মানুষ দোকানদারদের অনুরোধ করেন বাংলা বিরোধী বনধকে প্রত্যাখ্যান করুন।

বনধের বিরোধিতায় মিছিল খয়রাশোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের ডাকে নবান্ন অভিযানের পরবর্তীতে বিজেপির পক্ষ থেকে বুধবার ১২ ঘন্টা বাংলা বন্ধের ডাক দেয়। পাশাপাশি বন্ধের বিরোধিতার ডাক দেয় রাজ্য তৃনমূল। সেই প্রেক্ষিতে বুধবার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে খয়রাশোলে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে স্থানীয় বাজার,বাসষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা শেষে খয়রাশোল বাসষ্ট্যান্ডে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।তৃনমূল নেতৃত্ব তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্মনাশা বন্ধ চান না। যার প্রেক্ষিতে স্থানীয় দোকান বাজার যেন খোলা থাকে এবং অন্যান্য দিনের ন্যায় যানবাহন চলাচল সহ সমস্ত কিছু স্বাভাবিক থাকে এজন্য পথ চলতি মানুষজন সহ সকলকে নির্ভয়ে চলাচল ও ব্যাবসা চালু রাখার আহ্বান জানানো হয়। এদিন খয়রাশোল ব্লক, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর গুলির পাশাপাশি দোকান বাজার ও অন্যান্য দিনের মতো খোলা রয়েছে এবং কর্মীদের উপস্থিতি ও স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা যায়।খয়রাশোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন খয়রাশোল ব্লক তৃনমূল কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে, ব্লক ছাত্র নেতা সেখ জন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। খয়রাশোল ব্লকের দশটি পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে তৃনমূল কংগ্রেসের ডাকে বিজেপির ডাকা বন্ধের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় বলে তৃনমূল নেতৃত্বের বক্তব্য।উল্লেখ্য বন্ধের প্রভাবে যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের দেখা না মিললেও যাত্রীরা অটো টোটোর মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবে আসা যাওয়া করছেন।এদিকে খয়রাশোল ব্লক অফিসের পাশে অবস্থিত দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক অনুপ কুমার সাহার বিধায়ক কার্যালয়ে তালা লাগানো থাকায় কোনো বিজেপি কর্মীদের দেখা পাওয়া যায়নি।

প্রথম নজর

নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ বন্যা, নিহত ১৭০

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ১৭০ জন নিহত হয়েছে। দেশটিতে দুই সপ্তাহ ধরে চলা বন্যায় আহত হয়েছেন আরো প্রায় ২ হাজার মানুষ। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট এই বন্যায় বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ২ লক্ষাধিক মানুষ। এছাড়া বন্যায় ২ লাখ ৫ হাজারেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) নাইজেরিয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার একজন মুখপাত্র সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে এই তথ্য জানিয়েছেন। ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির (এনইএমএ) প্রকাশিত সর্বশেষ এনইওসি পরিসংখ্যান অনুসারে, এ পর্যন্ত দেশটিতে ১৭০ জন নিহত, ১ হাজার ৯৪১ জন আহত এবং ২ লাখ ৫ হাজার ৩৩৮ জন তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। চলমান এই বন্যা দেশের উত্তরাঞ্চলের আটটি প্রদেশে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বৃষ্টি এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং আবহাওয়া কর্তৃপক্ষের দেওয়া পূর্বাভাসে আগামী মাসেও এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে চলমান এই বন্যা কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসলও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর এতে করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশটিতে চলতি বছর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর আগে, নাইজেরিয়া এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয় ২০২২ সালে। ওই সময় দেশটিতে বন্যায় ৬ শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং বাস্তুচ্যুত হন প্রায় ১৪ লাখ মানুষ। এছাড়া বন্যায় ৪ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়।

মক্কায় পাঁচ দিন ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস, বন্যার আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের বেশ কয়েকটি জায়গায় আগামী শনিবার পর্যন্ত পাঁচ দিন বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি অঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে বলেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেশটি।

মঙ্গলবার সৌদির জেনারেল ডিরেক্টরেট অব সিভিল ডিফেন্স ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের সব বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

বিশেষ করে মক্কায় ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া সেখানে শিলাবৃষ্টি, খড় স্রোত দেখা দিতে পারে। এমনকি নিম্নগামী বাতাসের কারণে ধূলি জমা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মক্কা ছাড়াও জামুম, বাহরা এবং তাইফে খারাপ আবহাওয়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

অপরদিকে জেদ্দা, রাবিগ এবং খালিসে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর মদিনা, আল বাহা, আসির, জিজান এবং নাজারে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

আলী মাশহুর নামের এক আবহাওয়াবিদ বলেছেন, জিজানে সম্প্রতি যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে তা গত ৪০ বছরে সর্বোচ্চ। এছাড়া গত ৮০ বছরে আগস্ট মাসে সেখানে এমন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

এই অভিজ্ঞ আবহাওয়াবিদ আরো বলেছেন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আইটিসিজেড বেল্ট, যেটি আদ্র বাতাস নিয়ে আসে, সেটি অপ্রত্যাশিতভাবে এই মৌসুমে আরব উপদ্বীপের অনেকটা ভেতরে প্রবেশ করেছে।

এটির কারণে আদ্র বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এরফলে আরব আমিরাত, ওমান এবং ইয়েমেনে ব্যাপক বজ্রপাত এবং বন্যা দেখা দেওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

জাপানে আঘাত হানছে শক্তিশালী টাইফুন 'শানশান'

আপনজন ডেস্ক: জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানতে যাচ্ছে শক্তিশালী ঝড় শানশান। বুধবার অঞ্চলটিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে ওই অঞ্চলের বেশকিছু বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রয়টার্সের। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শক্তিশালী এ টাইফুন ঘণ্টায় ১৫৭ মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রধান দ্বীপ কিউশুর দিকে ধেয়ে আসছে। তাই বিমান সংস্থা ও রেল অপারেটররা আগামী কয়েক দিনের জন্য কিছু পরিষেবা বাতিল করেছে। জাপানের আবহাওয়া সংস্থা এক জরুরি সতর্কতা বার্তায় উল্লেখ করে, টাইফুন শানশানের ফলে বন্যা, ভূমিধস ও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। সংস্থার প্রধান আবহাওয়াবিদ সাতোশি সুগিমোটো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যে ধরনের শক্তিশালী বাতাস, উচ্চ ঢেউ ও জোয়ারের পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, তা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রয়োজন। গণমাধ্যমের তথ্য মতে, কয়েক দিনের মধ্যে কিউশুতে আঘাত করবে ঘূর্ণিঝড়টি। পরে রাজধানী টোকিওসহ কেন্দ্র ও পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই এলাকাগুলোর কাছাকাছি পৌঁছাতে সপ্তাহের মতো লাগতে পারে বলে আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে। এদিকে, এএনএ হোল্ডিংস জানিয়েছে যে তারা বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের নির্ধারিত ২১০টিরও বেশি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করবে। এসব ফ্লাইটে প্রায় ১৮,৪০০ যাত্রী রয়েছেন। জাপান এয়ারলাইনস জানিয়েছে যে তারা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৭০টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করবে। উভয় এয়ারলাইনসের মোট ১০টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটও স্থগিত করা হবে।

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিক চাপ মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে

আপনজন ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো মনে করছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিক চাপের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরানোর সুযোগ এখনো আছে। তিনি বলেন, মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিরোধী দল দৃঢ় কৌশল অবলম্বন করছে। নির্বাচনের এক মাস পেরিয়ে গেলেও ভেনেজুয়েলার নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থামেনি। জাতীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এবং শীর্ষ আদালত মাদুরোকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে, তবে বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী, তাদের প্রার্থী এডমান্ডো গঞ্জালেজই ৬৭% ভোট পেয়ে প্রকৃত বিজয়ী।

নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভের ঢেউ ভেনেজুয়েলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভে অন্তত ২৭ জন নিহত এবং ২ হাজার ৪০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। তবে, মাচাদো বলেন, মাদুরো এখন শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন ও আদালতের ক্ষমতাবলে টিকে আছেন এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক তৈরি করছেন।

রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাচাদো আরও জানান, মাদুরোর প্রশাসন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং আইনজীবী পারকিন্স রোচাকে অপহরণ করেছে। রোচা মাচাদোর ভেন্তে ভেনেজুয়েলা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মাচাদো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দেন, তারা কারাবন্দী ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাবেন এবং মাদুরোর নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই, কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস ও মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনাহ মোহাম্মদ হাশিম।

সুদানে আধাসামরিক বাহিনীর হামলায় নিহত ২৫, আহত ৩০

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম সুদানের উত্তর দারফুর রাজ্যের রাজধানী আল ফাশিরে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) আর্টিলারি হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছে।

উত্তর দারফুর রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রধান ইব্রাহিম খাতির সিনহুয়াকে বলেন, 'সোমবার আরএসএফ আবু শৌক শিবিরের বাজার লক্ষ্য করে চারটি গোলা নিক্ষেপ করে।'

আহতদের চিকিৎসার জন্য আবু শৌক এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সৌদি হাসপাতাল ও সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার আল ফাশিরের প্রতিরোধ কমিটি তাদের ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে জানায়, আরএসএফ সোমবার আল ফাশিরের সাব-সাহারান কলেজে বোমা বর্ষণ করেছে। এতে কলেজের প্রধান হল, পরীক্ষাগার, মর্গ এবং অন্যান্য ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ হামলা নিয়ে আরএসএফের পক্ষ থেকে এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

গত ১০ মে থেকে আল ফাশিরে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) ও আরএসএফের মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত চলছে।

এর আগে গত বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে সুদানে এসএএফ ও আরএসএফের মধ্যে মারাত্মক সংঘাত শুরু হয়। যে সংঘাতে এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ৬৫০ জন প্রাণ হারিয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, সুদানের আনুমানিক ১০.৭ মিলিয়ন মানুষ এখন দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত অবস্থায় আছে। আর প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ২.২ মিলিয়ন।

টাইফুন শানশান: ঘণ্টায় থাকবে ১৫৭ মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া

আপনজন ডেস্ক: জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানতে যাচ্ছে শক্তিশালী ঝড় শানশান। এরই মধ্যে ঐ অঞ্চলের বেশকিছু বাসিন্দাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এছাড়া টয়োটাসহ বড় কম্পানিগুলোর কারখানাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রয়টার্স বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

বুধবার (২৮ আগস্ট) অঞ্চলটিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।

রয়টার্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শক্তিশালী এই টাইফুন ঘণ্টায় ১৫৭ মাইল বেগে ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রধান দ্বীপ কিউশুর দিকে ধেয়ে আসছে। তাই বিমান সংস্থা ও রেল অপারেটররা আগামী কয়েক দিনের জন্য কিছু পরিষেবা বাতিল করেছে।

জাপানের আবহাওয়া সংস্থা এক জরুরি সতর্কতা বার্তায় উল্লেখ করে, টাইফুন শানশানের ফলে বন্যা, ভূমিধস ও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। এটি বেশকিছু বাড়িঘরও ধ্বংস করতে পারে।

সংস্থার প্রধান আবহাওয়াবিদ সাতোশি সুগিমোটো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যে ধরনের শক্তিশালী বাতাস, উচ্চ ঢেউ ও জোয়ারের পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে, তা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের তথ্য মতে, কয়েক দিনের মধ্যে কিউশুতে আঘাত হানবে ঘূর্ণিঝড়টি। পরে রাজধানী টোকিওসহ কেন্দ্র ও পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই এলাকাগুলোর কাছাকাছি পৌঁছতে সপ্তাহের মতো লাগতে পারে বলে আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে।

কাগোশিমা প্রিফেকচারের দক্ষিণ কিউশু, মধ্য জাপানের আইচি ও শিজুওকা প্রিফেকচারের আট লাখ বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ক্যাপিটল হিলে প্রথম প্রবেশ করা দাঙ্গাকারীকে ৫৩ মাসের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: ২০২১ সালে দাঙ্গার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তিকে ৫৩ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত। সেই সঙ্গে তাকে দুই হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির নাম মাইকেল স্পার্কস।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৪৭ বছর বয়সী স্পার্কস ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলের দাঙ্গাকারীদের মধ্যে প্রথম ভেতরে ঢুকেছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিচারক টিমোথি কেলি তার রায়ে বলেছেন- জনসাধারণের প্রবেশ যেখানে নিয়ন্ত্রিত, সেই জায়গায় ঢুকে নাশকতামূলক কাজ করার জন্য এবং নাগরিক অস্থিরতা তৈরির জন্য স্পার্কসকে ৫৩ মাসের কারাদণ্ড ও দুই হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে।

ক্যাপিটলের নজরদারি ভিডিওতে দেখা গেছে, স্পার্কস জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে লাফিয়ে নামছেন। অন্যরা চিৎকার করে তাকে ঢুকতে মানা করেছিলেন। কিন্তু সিনেটের দরজার পাশের জানালা দিয়ে স্পার্কস বেতরে ঢুকে পড়েন বলে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন।

এদিকে ক্যাপিটলে ঢুকে স্পার্কস চিৎকার করে বলেছিলেন, এটা আমাদের আমেরিকা। তিনি তখন প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলেন। তার আগে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমরা গৃহযুদ্ধ চাই'।

মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে দাঙ্গার অভিযোগে এক হাজার ৪৮৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেদিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থকরা ওয়াশিংটনে মার্কিন কংগ্রেসে হামলা করে।

ততক্ষণে বাইডেনের কাছে ট্রাম্পের হারের খবর চলে এসেছে।

ক্যাপিটলে দাঙ্গার জেরে পাঁচজন নিহত হয়েছিলেন। সহিংসতার সময় একজন পুলিশ অফিসারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, একজন দাঙ্গাকারী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এছাড়া তাণ্ডবের সময় তিনজন মারা যান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০২ মি.

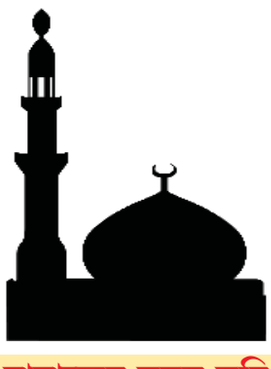

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৬	৫.১৮
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০২	
এশা	৭.১৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

থাইল্যান্ডে মদ পানে ছয় জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডে মিথানলযুক্ত বেআইনিভাবে তৈরি মদ পান করে কমপক্ষে ছয়জন মারা গেছে এবং ২০ জনেরও বেশি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বুধবার এ কথা জানিয়েছে।

ব্যাংককের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খলং সাম ওয়া জেলায় এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ রাস্তার পাশে ১৯টি অবৈধ অ্যালকোহল স্ট্যান্ড খুঁজে পেয়েছে। থাই রাজধানীর প্রশাসন এ কথা জানিয়েছে। হাসপাতালে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরো ২২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রাশিয়ার ১০০ বসতি দখলে নেয়ার দাবি ইউক্রেনের

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে অভিযানের সময় ৫৯৪ রুশ সেনাকে বন্দি করা হয়েছে। এছাড়া তিন সপ্তাহের অভিযানে তারা রাশিয়ার ১০০ বসতি দখল করেছে। এর আয়তন ১২৫০ বর্গকিলোমিটার। মঙ্গলবার ইউক্রেনের একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে ইউক্রেনের শীর্ষ জেনারেল ওলেক্সান্ডার সিরস্কি এ তথ্য জানিয়েছেন।

সিরস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়ার সেনারা ওই এলাকায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে কিয়েভের বাহিনীকে ঘেরাও করার চেষ্টা করছিল। তবে সেসব প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, কুরস্ক অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ান বাহিনীকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া, প্রাথমিকভাবে পোকরভস্ক এবং কুরাখোভ থেকে দূরে। ইউক্রেনের দক্ষিণ থেকে রাশিয়ান সেনাদের হটানো হয়েছে। 'এখনও পর্যন্ত, আমরা বলতে পারি যে প্রায় ৩০ হাজার সেনাকে কুরস্ক ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছে এবং এই সংখ্যা বাড়ছে' বলেন এই জেনারেল। সিরস্কির দাবি, ইউক্রেনীয় সেনারা রাশিয়ার প্রায় ১২৫০ বর্গকিলোমিটার এবং ১০০ বসতি দখল করেছে। এছাড়া অভিযানের সময় প্রায় ৫৯৪ রাশিয়ান সেনাকে বন্দি করা হয়েছে।

পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে নিহত ২৯

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে সপ্তাহব্যাপী সামরিক বাহিনীর অভিযানে ২৫ সন্ত্রাসীসহ ২৯ জন নিহত হয়েছেন। গত ২০ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত খাইবারের তিরাহ নামক স্থানে এ অভিযান চালায় সেনারা। এতে একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রধান নেতা নিহত হয়েছেন।

পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর জানিয়েছে, সেনারা নির্ভুল বুদ্ধিভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে খারেজি, কথিত লস্কর-ই-ইসলাম এবং জায়ামাত-উল-আহরারের বিরুদ্ধে খাইবার বিভাগের তিরাহ এলাকায় অভিযান চালিয়েছে।

অভিযানে খারেজি এবং তাদের সমর্থকরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। গত ২০ আগস্ট থেকে চালানো এই অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনী সফলতার সঙ্গে ২৫ খারেজি এবং তাদের নেতা আবু জার আলিয়াস সাদ্দামকে হত্যা করেছে। এছাড়া অভিযানে ১১ খারেজি আহত হয়েছে।

পাকিস্তান আইএসপিআর আরো জানায়, এ অভিযানে ৪ সেনা নিহত হয়েছেন।

পাকিস্তানে গত কয়েকদিন ধরে বেড়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর উপদ্রব। প্রায়ই আত্মঘাতী হামলায় দেশটির সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রাণ হারাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অভিযান চালাচ্ছে সেনারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩৪ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র ১৪৩১, ২৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

ডেমোক্রেসি

রবিবার রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বার্ষিক ক্যাথলিক চার্চ কনভেনশনে সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে গণতান্ত্রিক অবস্থা ভালো নাই। আদর্শ এখন প্রলোভনসংকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু মানুষ নিজেদেরকে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো করিয়া তুলিয়াছেন। রূপকথার বংশীবাদক যেমন শিশুদেরকে ভুলাইয়া চুরি করিয়াছে, সেইরূপ কিছু লোক সাধারণ মানুষকে মোহাবিষ্ট করিতেছে এবং আপনি নিজের আত্মপরিচয় ভুলিয়া যাইতেছেন।' তিনি এই পরিস্থিতিকে 'বিভিন্ন জাতির সংকট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশের কথা বলেন নাই এবং কিছু লোক বলিতে যে তিনি রাজনীতিবিদদের বুঝাইয়াছেন তাহা পরিষ্কার। পোপ একজন সম্মানিত ধর্মীয় গুরু। পোপ এমন একজন মানুষ, যিনি বাণী দেওয়ার অধিকার রাখেন এবং বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টধর্মই নহে, সকল ধর্মের মানুষই মনোযোগ দিয়া শোনেন। ধর্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান ও ধর্মীয় আচার পালনই তাহার প্রধান কাজ। সাধারণত রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কথা বলেন না; কিন্তু দেশে দেশে গণতন্ত্র যে সংকটে পতিত হইয়াছে তাহা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা জানি না, পোপের এই চিন্তা কেবল তাহার বসবাসের স্থল ইউরোপকে ঘিরিয়া, নাকি উন্নয়নশীল বিশ্বও রহিয়াছে। তবে তিনি ভালো করিয়াই জানেন যে, এই সংকট ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা–সর্বত্রই বিদ্যমান এবং তাহার মাত্রা একেক অঞ্চলে একেক রকম। ইহাও আমাদের ধারণা করিতে দোষ নাই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরে গভীর ক্ষত–সকলটাই তাহার দেখিবার বা জানিবার সুযোগ নাই। যদি দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি কী বলিতেন উহা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রলুব্ধ শুধু সাধারণ জনগণ হইতেছে না, রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল বিভাগ বিক্রয় হইয়া যাইতেছে লোভ, লালসার নিকট। যাহারা অবৈধ উপার্জিত অর্থ দ্বারা কিনিতেছেন, সেই ক্রেতারা শুধু নির্বাচনি ফলাফলেই প্রভাব রাখিতেছেন না, তাহারা ক্ষমতার রশি পাকাইতে পাকাইতে সাধারণ জনগণের জন্য ফাঁসির রজ্জু তৈরি করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হইয়াছেন। নির্দোষীকে দোষী আর দোষীকে নির্দোষ করিবার ক্ষমতাও যেন তাহারা পাইয়া গিয়াছেন। যিনি দেশবিরোধী নহেন, তাহাকে দেশবিরোধী আর দেশবিরোধীকে দেশপ্রেমী সাজাইবার লাইসেন্সও তাহারাই যেন হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

উন্নয়নশীল বিশ্বে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাহারা অনেক কিছুই দেখিতে পান না, ঐ ক্রেতারা তাহাদের অনেক কিছুই দেখিতে দেন না। যেন তাহারাই দেশটাকে ইজারা লইয়াছেন। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্র তো দূরস্ত, মানবতারও চরম সংকট ঘনাইয়া আনিতেছে উন্নয়নশীল বিশ্বে। মানুষ একধরনের বন্দিত্ব বোধ করিতেছে। অথচ এই সকল দেশে ঘিকে তৈল আর তৈলকে ঘি বানাইয়া ছাড়িতেছেন যাহারা, তাহাদের কোনো অংশগ্রহণই থাকিবার কথা নহে। এই সংকটের শেষ কোথায় আমরা জানি না। তবে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হইলে ম্যালথাসের তথ্যই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

ডেমোক্রেসি লইয়া প্লেটো হইতে শুরু করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ এবং মনীষীরা অনেক ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বেনিতো মুসোলিনির কথাই দিনে দিনে সত্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, গণতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে সুন্দর; কিন্তু বাস্তবে একটি প্রহসন। যদিও আমরা বুঝি মুসোলিনির কথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নহে, কেবল উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য সত্য হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্ভাগ্যই বলা যায়।

কেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার আঁচ গিয়ে পড়ে দেশের মুসলিমদের উপর?

প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে উত্তেজনা হলে ভারতে তার প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে উত্তেজনা হলে আমজনতা হইচই শুরু করে দেয়। অথচ নিজেদের দেশে বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,উত্তেজনা ও বিদ্বেষ মূলক প্রচার-প্রসার নিয়ে কোন মিডিয়া,সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিতেরা মুখে কুলুপ এঁটে। ন্যায় বোধ ও বিবেক দংশন করে না অথচ প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হলে তারা মাঠে ময়দানে নেমে পড়ে। খুব ভালো, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষ সজাগ থাকবে ও সকলের মর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত হবে এমনটাই কাম্য। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও দেশের সংখ্যালঘু, আদিবাসীরা অত্যাচীত হলে তারা বিচলিত হয় না। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল।**

উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তর ও জনবহুল দেশ ভারতবর্ষ। সভ্যতা সংস্কৃতির আঙিনায় বিশ্ব দরবারে সমাদিত এক দেশ। বহু ধর্ম, জাতি, উপজাতি ও ভাষাভাষীর বাসস্থান ভারতবর্ষে। তেমনই ভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও সম্পদে সমৃদ্ধ।তবে বরাবর বিদেশি শাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভারতীয়রা সহনশীল ও একসাথে বসবাস করছে বহুকাল যাবত। তবে একেবারে শান্তিপূর্ণ ভাবে তা বলা যায় না। বহু চড়াই উতরায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত দেশের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষ বরাবর জাতপাত ধর্ম নিয়ে বিষাক্ত। তবুও আমরা একসাথে বসবাস করছি সমস্ত কিছুকে মানিয়ে নিয়ে। জাতপাতের বিচারে বরাবর অবহেলিত দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। জাতপাত ও ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে কাতারে কাতারে হিন্দু ধর্মালম্বী নানা জাতের মানুষেরা অত্যাচার রক্ষা পেতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে নানা কারণে আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া নানা সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষেরা অনবরত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছেন। তার প্রধান কারণ ধর্মীয় বৈষম্য, অবহেলা, অত্যাচার ও দারিদ্রতা। বৃহত্তর দেশজুড়ে নানা সমস্যা ও পাশাপাশি সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। আমাদের দেশের বহু ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে যারা বর্তমানে সমাজে নানা বিদ্বেষগুলো প্রচার ও প্রসার করেন। অথচ নানা অজুহাতে ও ধর্মীয় পক্ষপাতের কারণে তার বিচার হয় না। এটাই পৃথিবীব্যাপী সংখ্যাগুরুদের বৈশিষ্ট্য। সংখ্যা গুরুরা পৃথিবীর সমস্ত দেশে তাদের সুযোগ সুবিধা অনুসারে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নিজেদের মতো করে পরিচালনা করেন। তা নিয়ে বারবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে বহু দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের মত উন্নত দেশ ও পৃথিবী ব্যাপী নানা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বারবার অভিযোগ করেছেন ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়। তাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করা হচ্ছে ও সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করার কারণে বারবার অপরাধীরা ছুটকারা পেয়ে যাচ্ছেন। তবে গত, এক দশক সময় ধরে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও ধর্মীয় নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার সরকার ও নতুন দিল্লিকে তলব করা হয়েছে। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নানাভাবে সমালোচিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোদীজি প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সরাসরি ধর্ম ও জাতপাত নিয়ে নানা সময় বহু মন্তব্য করেছেন। তার ফলে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বিজেপি ও তার সহযোগী নানা সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা নানা জায়গায় সরাসরি ধর্মীয় কথাবার্তা বলে মেরুকরণ বৃদ্ধি করছেন। শাসকের চেয়ারে থাকার সুবাদে তারা দিব্যি পার পেয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধের হাত থেকে। তবে আক্রান্তের তালিকায় সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে খ্রিস্টান, আদিবাসী,দলিত ও পিছিয়ে পড়া সকলেই। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে বরাবার প্রতিবেশী দেশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সোচ্চার হতে দেখা যায় ও নানা ক্ষেত্রে চুক্তি অমান্য এবং মানবতা লঙ্ঘন করার অপরাধে বয়কট করা হয়।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ চীন ও পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক নেই তবে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক মধুর। কিন্তু নেপাল ও ভুটানের জন্য দেশের সমস্ত কিছু খোলা। কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য,নানা পরিষেবা মূলক সমস্ত কিছু ব্যবহারে নিষেধাজারী নেই ও অবাধে যাতায়াত করা যায় অনুমতি ছাড়া দেশের যে কোন প্রান্তে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশের সাথে মধুর সম্পর্ক থাকলেও সীমান্ত এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে। নেপাল ও ভুটানের অর্থনীতি ও পরিকাঠামো ভারতের থেকে পিছিয়ে তেমনি ভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। অথচ ভারতে আসার জন্য, থাকার জন্য, চিকিৎসার জন্য ও কর্মসংস্থানের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসা লাগেনা নেপাল এবং ভুটানের। অথচ ১৯৪৭ সালের বিভক্ত বাংলাদেশের মানুষদের জন্য সবটাই প্রয়োজন হয় ও তার ওপর নজরদারি করা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮ শতাংশের বেশি হিন্দু ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, ধর্মীয় উপাসনা স্থল থেকে বহু কিছু ভারতবর্ষে। শুধু তাই নয় বাংলা ও বাঙালির যে মধুর সম্পর্ক তা বিচ্ছিন্ন কাটা তারের বেড়ায় অথচ নেপালের জন্য খোলা রাখা আছে সীমান্ত।একদেশের জন্য উদারনীতি ও একদেশের জন্য বদ্ধ নীতি। তা নিয়ে আমাদের মতো সাধারণ ভারতীয়দের মাথা ব্যথার কারণ ছিল না। কারন আমরা বরাবর মনে করি আমাদের শাসকেরা ভালো জানেন দেশের নিরাপত্তার জন্য কি কি করণীয়।দেশের মধ্যে নানা সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি নিয়ে বহু সংগঠন যেমন চুপচাপ থাকেন তেমনই বহু সংগঠন প্রতিবাদ করে মিটিং ও মিছিল করে। তবে একদল বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনাবলী নিয়ে নিশ্চুপ থাকেন। অথচ বিদেশে কোন ঘটনা হলে তারা নানা উপায়ে মিথ্যা প্রচার করেন। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে উত্তেজনা হলে ভারতে তার প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে উত্তেজনা হলে আমজনতা হইচই শুরু করে দেয়। অথচ নিজেদের দেশে বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,উত্তেজনা ও বিদ্বেষ মূলক প্রচার-প্রসার নিয়ে কোন মিডিয়া,সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিতেরা মুখে কুলুপ এঁটে। ন্যায় বোধ ও বিবেক দংশন করে না অথচ প্রতিবেশী দেশে সমস্যা হলে তারা মাঠে ময়দানে নেমে পড়ে। খুব ভালো, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষ সজাগ থাকবে ও সকলের মর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত হবে এমনটাই কাম্য। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা দেশের সংখ্যালঘু, আদিবাসীরা অত্যাচীত হলে তারা বিচলিত হয় না। শুধুমাত্র তারা বিচলিত বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মৌলবাদ নিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া,আমজনতা থেকে ডিগ্রিধারী বহু মানুষ ফেসবুক থেকে শুরু করে নানা সামাজিক মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করছেন ও তাদের বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য প্রচার করছেন। ভারতীয় নানা মিডিয়া বহু ঘটনা অতিরঞ্জিত করে প্রচার ও প্রসার করছে। বহু পুরনো ঘটনা ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে উস্কানিমূল বক্তব্য প্রচার করছেন। কোনো দেশের সংখ্যালঘু বা যে কোন মানুষের উপর অত্যাচার অবশ্যই নিন্দনীয় ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তার মানে এ নয়, যে আমাদের দেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে নানা মন্তব্য ও অত্যাচার করা হবে বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে। বাংলাদেশের ঘটনার পর থেকে ভারতীয়দের একাংশ এমন হাবভাব করছেন যেন আমাদের দেশের একটা অঙ্গরাজ্য পরাধীন হয়ে গেল।

বিশ্বজুড়ে যে কোন প্রান্তে মুসলিম দেশের সমস্যা হলে বরাবর আমাদের দেশের সংখ্যালঘু ভাই, বোনদের হেনেস্থা হতে হয় বাসে, ট্রেনে, অফিসে, স্কুলে, কলেজে, কর্ম ক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে, আড্ডাখানায় ও বহু জায়গায়। শুধু তাই নয়, মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বাধা, ভাঙচুর, উচ্ছেদ প্রভৃতি সংগঠিত হয়। নানা কটুক্তি যা প্রতিনিয়ত হজম করতে হয় সংখ্যালঘুদের। বাংলাদেশে হাসিনার পতনের পর থেকে ভারতীদের একাংশ নানা ঘটনা তুলে ধরছেন যার সাথে সাম্প্রদায়িক সমস্যার যোগসূত্র নেই। রাজনৈতিক নেতা ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর আমাদের দেশেও হয় পালাবদলের পর। পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালি, ভাঙ্গড়, শাসন, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় মানুষ ঘরছাড়া রাজনৈতিক পালাবদলের পর। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও প্রতিশোধ মহাদেশীয় নিত্যদিনের ঘটনা যা হচ্ছে বর্তমানে। বাংলাদেশে জাত-ধর্ম বিচার না করে আওয়ামী লীগ ছাত্র-ছাত্রী ও ভোটারদের উপর অত্যাচার হচ্ছে অথচ ভারতীয় মিডিয়া বাড়িতে বসে দিনরাত গুজব ছড়াচ্ছেন।হাসিনা সরকারের সমর্থক সংখ্যালঘুরাও এবং মুসলমানেরা,তাই ধর্ম, জাতপাত বিচার করে নয়,আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের ওপর অত্যাচার চলছেই। বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুদের অত্যাচার শুরু হয়েছে এবং সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক, মজদুরদের নানা ভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। বাংলার মুসলমানদের বাংলাদেশী বলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে বৈধ আধার ও ভোটার কার্ড থাকা সত্বেও। সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত কট্টর ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ানো কিছু সংগঠনের সমর্থক। কেন ভারতীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয় কোন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। কেন খেটে খাওয়া মানুষদের উপর অত্যাচার হবে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে? কোনো দেশের প্রেক্ষিতে বরাবর এই দেশের আম জনতা দেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচার ও নানা কটুক্তি করেন। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি কিভাবে স্থির করা যায় তা প্রতিবেশী দেশ হিসাবে অবশ্যই কর্তব্য পালন করা উচিত সরকারি তরফে। পাশাপাশি দেশের সংখ্যালঘুরা যাতে কোন ভাবেই আক্রান্ত না হয় বাংলাদেশ ও বিশ্বের নানা জায়গায় চলমান রাজনৈতিক কারণে।যদি তাই হয়,তবে আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য কোথায়?

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ (মতামত লেখকের নিজস্ব)

রাশিয়া-চিন উভয়কে চাপে রাখা আমেরিকার জন্য বোকামি

ম্যাক্সিমিলিয়ান হেস

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিযোগিতা উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিতণ্ডা তীব্রতর হচ্ছে। অভিবাসন, প্রজনন অধিকার, সামাজিক খাতের সরকারি ব্যয় ইত্যাদি ইস্যুতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁরা একে অন্যকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তবে এসব ইস্যুকে ছাপিয়ে যে ইস্যুতে দুজনই খুব জোর দিচ্ছেন, তা হলো চীন।

বিশ্বমঞ্চে ওয়াশিংটনের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা পরাশক্তি চীনের বিষয়ে কোন কৌশল নীতি অনুসরণ করা যায়, সে সম্পর্কে যদিও কমলা ও ট্রাম্পের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তবে চীন যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় হুমকি, সে বিষয়ে তাঁরা নীতিগতভাবে একমত। তাঁরা কীভাবে চীনকে মোকাবিলা করবেন, সেটিই এখন বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমলা হ্যারিস তাঁর পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুসৃত নীতির পথেই হাঁটবেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা অংশীদারিকে অর্থনৈতিক জোটে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করবেন। একই সঙ্গে যে দেশগুলো চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে, তাদের সাজা দেওয়ার পথেই তিনি হাঁটবেন।

কমলা হ্যারিস সম্ভবত চীনের দিক থেকে আসতে পারে, এমন যেকোনো ধরনের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকার জন্য বেইজিংয়ের ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। জো বাইডেনের অনুসৃত নীতির পথে হেঁটে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্পকে সরিয়ে নেওয়াকে উৎসাহিত করবেন। এই নীতি তৃতীয় দেশগুলোকে উপকৃত করতে পারে। ভিয়েতনামের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন অংশীদারদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তা ঘটেছে। কয়েকটি পশ্চিমা কোম্পানি চীন থেকে তাদের কার্যক্রম ভিয়েতনামে সরিয়ে নেওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামের এফডিআই (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) প্রবৃদ্ধি বেড়ে গেছে।

ডেমোক্র্যাটরা 'চিপস অ্যান্ড ইনফ্ল্যাশন রিডাকশন অ্যাক্ট' শীর্ষক আইনটির যথাযথ প্রয়োগ চাইছে। ওই আইনে মাইক্রোচিপ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির অভ্যন্তরীণ উত্পাদন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি বেইজিংয়ের 'চুরি করে নিয়ে যাওয়া' শিল্পকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে চায়। অন্যদিকে ট্রাম্প তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারাভিযানের 'আমেরিকা ফার্স্ট' বা 'আমেরিকার স্বার্থ আগে' স্লোগানটিকে এবার দ্বিগুণ গতিতে প্রচার করছেন। তিনি উনিশ শতকের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে আমদানির ওপর বড় ধরনের শুল্ক আরোপের পক্ষে কথা বলছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকেরা বিশেষ করে চীন থেকে পণ্য আমদানি করতে চাইলে তাদের বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি শুল্ক দিতে হবে, এমন আইন পাস করতে চান। এর মধ্য দিয়ে তিনি চীনা পণ্যকে কোণঠাসা করার নীতি অনুসরণ করবেন। এই নীতিগুলোর মাধ্যমেই ট্রাম্প মার্কিন ভূ-অর্থনৈতিক নীতিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছেন।

সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, আজ ডেমোক্রেটিক বা রিপাবলিকান–কোনো দলই চীনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কথা বলছে না। ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস–উভয়ের প্রচারণায় চীনকে দূরে ঠেলে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষার কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের লক্ষ্য অভিন্ন কিন্তু কৌশল ভিন্ন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই এই সত্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে মার্কিন আধিপত্যশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামনে চীনের চেয়ে অনেক বেশি হুমকি হচ্ছে রাশিয়া এবং একই সঙ্গে বেইজিং ও মস্কো উভয়কে চাপে রাখতে যাওয়াটা বোকামি হবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করতেই হবে, বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশের কাছেও চীন অর্থনৈতিক জায়গা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক কারণে এসব মিত্রদেশের পক্ষে চীনের সঙ্গ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এই সত্য রাশিয়ার ক্ষেত্রেও সত্য।

ইউরেশীয় বাণিজ্যের 'মধ্য করিডর' অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চলে চীনের কেনাকাটা বন্ধ করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্রের সেই চেষ্টা খুব সামান্যই কাজে আসবে। আবার সেখানে চীনের কেনাকাটা বন্ধ করার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য দিক থেকে চীনের ওপর খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করা হলে সেটি আবার রাশিয়ার ভূ-অর্থনৈতিক এজেন্ডাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে পাওয়া মার্কিন অগ্রগতিকে ভন্ডুল করে দিতে পারে।

সে জন্য একই সঙ্গে চীন ও রাশিয়াকে দমন করতে যাওয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এখন চীনের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো উচিত। সেটি সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থন যতটা সম্ভব সীমিত করা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ম্যাক্সিমিলিয়ান হেস ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ফেলো

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

কন্যা সন্তান রক্ষা ও অধিকার নিয়ে বিশেষ আলোচনা বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ‘কন্যা সন্তান অমূল্য, তাদের রক্ষা করুন’ এই বার্তাকে সামনে রেখে কন্যা সন্তান রক্ষা ও তাদের অধিকার নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ আলোচনা সভা। ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির বালুরঘাট শাখার উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএমসিএইচও ওঙ্কারনাথ মন্ডল সহ আরো অনেকে।

জানাগেছে, এদিনের এই সভায় বিশিষ্টজনেরা কন্যা সন্তানের গুরুত্ব ও তাদের সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি, সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব দূর করার উপরও জোর দেওয়া হয়। সভার মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই কন্যা সন্তান রক্ষা ও তাদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার অঙ্গীকার করেন। সভার শেষে কন্যা সন্তানদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এই ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে আরও বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

এ বিষয়ে রেড ক্রস সোসাইটির কনভেনার স্বপন দাশগুপ্ত জানান, ‘সেভ গার্ল চাইল্ড স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা আজ এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। বালুরঘাট খাদিমপুর গার্লস হাই স্কুল, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বালুরঘাট পুরসভা কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য।’

হজ বিষয়ে সচেতনতা শিবির জঙ্গিপুরে

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: হজ সচেতনতা শিবির ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল জঙ্গিপুর মহকুমা অফিসের কনফারেন্স হলে এদিনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক, ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি অফিসার রেনুকা খাতুন,অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন রাজ্যর যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,সংগঠনের চেয়ারম্যান মাস্টার আনসার আলী,সংগঠনের সভাপতি মাওলানা মোজাফফর খান জঙ্গিপুর সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা মাওলানা আনিকুল ইসলাম,এদিন সকল ইমাম মুয়াজ্জিনদের আহ্বান জানানো হয় আগামী জুম্মার দিনে মসজিদে মসজিদে এদিনের আলোচনা সম্পর্কে মানুষকে বুঝানো এবং বেশি বেশি করে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে হজে বেশি করে যেতে পারে এবং জেলার যে কোটা আছে হজে যাওয়ার জন্য সেই কোটা পূরণ করার আহ্বান জানান।

পুলিশের সচেতনতা শিবির গলসি কলেজে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: দিনদিন বাড়ছে সাইবার ক্রাইম। যার জেরে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন রাজ্য সহ দেশের সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সাইবার জালিয়াতি করে মানুষের ক্ষতি করছে একদল সাইবার অপরাধী। ধরাও পরেছে অপরাধীর দল। তবুও থামছে না ওই অপরাধ। তাই জনগনকে সতর্ক বার্তা দিতে লাগাতার বিভিন্ন কর্মসুচি নিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। তাদের উদ্দ্যোগে গলসি থানাকে নিয়ে গলসি কলেজে একটি সচেতনতা শিবির করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। যেখানে আনুমানিক ৩৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতা করেন পুলিশের আধিকারিকরা। এরপরই সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ভিডিও গ্রাফির মাধ্যমে তাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। অপরাধ চক্রের ফাঁদে না পরার কৌশলও শেখানো হয় পুড়ুয়াদের।

তাছাড়া স্যোশাল মিডিয়ায় ভুয়া খবর ছড়ানো বিষয়টি নিয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি বাল্য বিবাহের কারনে সামাজিক, আইনি ও শারীরিক ক্ষতির বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এর সাথে সাথে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পুলিশ আধিকারিক শৈলেন্দ্র নাথ উপাধ্যায়। জেলা সাইবার থানার সাব ইন্সপেক্টর সাবির আহম্মেদ, গলসি ওসি অরুণ কুমার সোম ও মেজবাবু উত্তাল সামন্ত। এদিনের শিবির থেকে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত ছাড়াও বেশকিছু বিষয় শিখতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন কলেজের পড়ুয়ারা। তারা জানাই, বিষয়টি তারা তাদের বাড়ি ও এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছে তুলে ধরবেন। যার ফলে এলাকার মানুষের অনেক উপকার হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা এলাকায় অশান্তি, রেল অবরোধ করে বনধ সফলের চেষ্টা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর
আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বাংলা বনধ বেশ কিছু জায়গায় অশান্তি,রেল অবরোধ ও বিক্ষপ্ত ঘটনার মনে দিয়ে হয়ে গেল।এদিন বনধ সমর্থন করতে সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে রেল অবরোধে নেমে পড়েছিলো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ থেকে রেল অবরোধ করছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। রেল অবরোধের জেরে কার্যত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে পরে দুপুর পর্যন্ত। বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার সূর্যপুর, গোচরন, দক্ষিণ বারাসাত, বারুইপুর, জয়নগর মজিলপুর, মথুরাপুর, মাধবপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, করঞ্জলী, কাকদ্বীপ, নামখানা, হোটর, রাধানগর, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার, সুভাষগ্রাম, ক্যানিং, চাম্পাহাটি, সোনারপুর সহ একাধিক রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।আর এর প্রভাবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় নামখানা,ডায়মন্ড হারবার,ক্যানিং লোকাল বেশ কিছু জায়গায় আটকে পড়ে থাকে কয়েক ঘন্টা। যদি ও বিভিন্ন স্টেশনে এই রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে রেল পুলিশের একাধিক আধিকারিক ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের বচসা শুরু হয়। রেল লাইনের ওপর কলাপাতা দিয়ে আন্দোলন করেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। বিজেপির একাধিক কর্মী সমর্থক এ বিষয়ে এদিন জানান, মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে, সেই হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে লাল বাজার অভিযান করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি রাজ্য সভাপতি লাল বাজার অভিযানের পর বুধবার ১২ ঘন্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়। দিকে দিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রাজপথ থেকে শুরু করে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আরজিকর কাণ্ডে এখনো অধরা রয়েছে অভিযুক্তরা, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী চাইছি আমরা। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এই অবরোধের জেরে কার্যত ভোগান্তির শিকার হয়েছে এদিন নিত্যযাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনে দক্ষিণ বারাসাত ও জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বারুইপুর জিআরপি ও আরপিএফ এর পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বচসা হয়।এর পরে লাঠি উচিয়ে অবরোধকারী দের ছত্তভঙ্গ করে পুলিশ। এদিন দুপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় নি শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায়।এদিন এই রেল অবরোধকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে। এখানে অবরোধকারীদের মারধর করে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

বাংলা বনধকে ঘিরে হিন্দমোটর স্টেশনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টার বাংলা বনধকে কেন্দ্র করে হুগলির হিন্দমোটর স্টেশনে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপির উত্তরপাড়া মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় বণিক সহ একাধিক বিজেপি কর্মী আহত হন।

অভিযোগ ওঠে, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এই হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন আরও এক বিজেপি কর্মী অক্ষয় বণিক। বনধের কারণে রীতিমতো রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয় উত্তরপাড়া অঞ্চলে। বিজেপি নেতাকর্মীদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কর্মীরা তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের গুরুতরভাবে আহত করেছে। সঞ্জয় বণিককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত অক্ষয় বণিককেও চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, তবে বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

উত্তরপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং বনধের প্রভাব আরও জোরদার হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষজনও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এই সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে।অন্যদিকে বনধে মানকুন্ডু স্টেশন চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে বর্ধমান-হাওড়া রুটের বেশ কয়েকটি স্টেশনে। কিন্তু মানকুন্ডু স্টেশনের ঘটনা অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।সকালে বিজেপির নেতাকর্মীরা স্টেশনে রেল অবরোধ করতে এলেও পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সাধারণ নিত্যযাত্রীরা প্রতিবাদে সামিল হন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামল মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: কলকাতা শহরের আরিজ কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা গোটা রাজ্যকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল, যার প্রভাব পড়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার কারণদিঘী ব্লকের দোমোহনায় অবস্থিত রাহাটপুর হাই মাদ্রাসাতেও। বুধবার, মাদ্রাসার বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতিত চিকিৎসকের প্রতি ন্যায়বিচার দাবি এবং সমাজে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিকেল চারটা নাগাদ মাদ্রাসা গেট থেকে শুরু হয় মিছিল, যা দ্রুতই এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে ‘ন্যায় চাই, নিরাপত্তা চাই’ স্লোগানে মুখরিত ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বক্তব্য ছিল, এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা সমাজের পচন ধরা মানসিকতারই পরিচয় বহন করে এবং এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্রীর মতে, “এই ঘটনা শুধু একজন চিকিৎসকের নয়, সমগ্র নারীত্বের অপমান। আমাদের সকলের উচিত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।” মাদ্রাসার এক প্রাক্তন ছাত্র বলেন, “আমরা চাই দোষীরা দ্রুততম সময়ে শাস্তি পাক, এবং মহিলাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক।” এই বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে রাহাটপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা আবারও প্রমাণ করল যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনও নীরব থাকতে পারে না। তাঁরা এই বার্তা দিলেন যে সমাজে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন থামবে না।

ছিনতাইবাজ ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রাই

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পথ আটকে বাইক সহ মোবাইল ফোন ছিনতাই করেও শেষ রক্ষা হলনা, ছিনতাইবাজদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয়রাই ।

ফাঁকা রাস্তায় এক বাইক আরোহীর কাছে থেকে বাইক ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করে চম্পট দেওয়ার পরিকল্পনা এঁটেছিল তিন চোর। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। পালানোর সময় বমাল দুই চোর হাতেনাতে ধরা পড়ল স্থানীয়দের হাতে। পরে তাদের সূত্র ধরেই তৃতীয় চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুরের।

জানা গেছে গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কোতুলপুর থানার গোগড়া এলাকা থেকে নিজের ইলেকট্রিক স্কুটি চড়ে কোপা গ্রামে ফিরছিলেন বাবলু পন্ডিত নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা। গোগড়া গ্যস গোডাউনের কাছে ফাঁকা রাস্তায় ৩ দুস্কৃতি তাঁর পথ আটকে মারধর করে প্রথমে স্কুটি ছিনিয়ে নেয়। পরে তাঁর দামী মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে। এই সময় বাবলু পন্ডিত চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক ঘটনাস্থলে ধাওয়া করে এসে তিন দুস্কৃতির মধ্যে দুজনকে ধরে ফেলে।

বনধ সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত পাঁচলার স্কুলের শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার পাঁচলা স্কুলে আসার সময় পাঁচলায় বাজারের আগে একটি জায়গায় বি জে পি র কয়েকজন এসে ভাঙচুর করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া চার চাকার গাড়ি। পুলিশের সামনে কয়েকজন এসে গাড়ি ভাঙ্গচুর ও টেনাহ্যাঁচড়া করে হামলা করে। ওই সময় গাড়িতে ছিলেন পাঁচলা আজীম মোয়াজ্জাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষক তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম শামসুদ্দিন, বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক শ্রী রমেন চন্দ্র পাত্র ও পাঁচলা সার্কেলের সার্কেল ইনস্পেকটর স্বপ্না রাউত প্রমুখ। ড্রাইভার শাহরুখ শেখের হাতে আঘাত লাগলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন।কয়েকজন পুলিশ থাকলেও তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। এর ফলে স্থানীয় বিদ্যালয়ের গাড়িতে অবাধে দুস্কৃতীরা হামলা করে। অভিযোগ পাঁচলা স্কুলের এক মহিলা শিক্ষিকার উপরে বনধ সমর্থকরা হামলা করে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে।।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির বুরহা নেয়ামতপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডালখোলা

আপনজন: বাংলা বিহার রাজ্যের বাইসি পূর্ণিয়ার ড্যাংরা শ্রীপুরের মতো গ্রামীণ এলাকায় উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অব্যাহতভাবে কাজ করছে লাইফ লাইন হাসপাতাল। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদানকারী এই হাসপাতালটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বুরহা নেয়ামতপুর এলাকায় একটি ফ্রি হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মঙ্গলবার, যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লাইফ লাইন হাসপাতালের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে স্থানীয়দের বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগের স্ক্রিনিং করা হয় এবং রোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেক মানুষ, যারা দূরবর্তী হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে সক্ষম হন না, তারা এই সুযোগটি গ্রহণ করে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন।

দুষ্কৃতিদের মারে জখম যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: জনা চারেক দুস্কৃতির মারে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক।বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় বাজার এলাকায়। বর্তমানে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন সাদ্দাম হোসেন মোল্লা নামে আক্রান্ত ওই যুবক।অন্যদিকে সাত সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।ঘটনার খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌছায় বাসন্তী থানার পুলিশ। তবে ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বুধবার সকালে ভরতগড় বাজারে চা খেতে গিয়েছিলেন ৪ নম্বর আনন্দাবাদ গ্রামের যুবক সাদ্দাম হোসেন মোল্লা।বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় এলাকার ৪ দুস্কৃতি আচমকা লোহার রড নিয়ে সাদ্দামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ও মুখ ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে আক্রান্ত যুবককে তার পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য প্রথমে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল হয়ে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। আক্রান্তের এক আত্মীয় জানিয়েছেন এলাকার দুস্কৃতি মনিরুল মোল্লা,শামীম মোল্লা, জরুল মোল্লা ও ফিরোজ মোল্লারা আচমকা সাদ্দামের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে মুখ ও মাথা ফাটিয়ে দেয়। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।

লালবাগ কলেজে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দু’দিন ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজে। বুধবার প্রদর্শনীর সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুপম মুখার্জি। তিনি বলেন, ‘ঐতিহাসিক নিদর্শন সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতে এই কর্মসূচি। কলেজের অধ্যাপক তো বটেই, পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের তোলা আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। শতাধিক ছবি জমা পড়লেও তার মধ্যে থেকে বাছাই করে ৬০ টি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের বৈঠকী সাক্ষাৎ কর্মসূচি নশরতপুরে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নশরতপুরে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আহবানে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ বৈঠকী সাক্ষাৎ কর্মসূচিতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। বুধবার বিকেল পাঁচটার সময় অনুষ্ঠিত এই সভায়, কালনা মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সভায় আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি, মহিলা কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ, এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিখা সেনগুপ্ত এই সভায় বক্তব্য রাখেন এবং আরজিকরের ঘটনার প্রসঙ্গে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষত রাম ও বাম, রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে, যা তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করেন।

ফেনসিডিল সহ জলঙ্গিতে ধৃত তিন ব্যক্তি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফেনসিডিল সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জলঙ্গি থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নদীয়া মুর্শিদাবাদ সীমান্তের জলঙ্গির চোয়াপাড়া এলাকায় জলঙ্গি থানার পুলিশ একটি বুলেরো গাড়িকে আটক করে তল্লাশি করলে বুলেরো গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দুই হাজার বোতল ফেনসিডিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ, ডোমকল সি আই সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশ সূত্রে ধৃতদের পরিচয় জানা যায় দীপক হালদার (২৮)তু জামুদ্দিন মন্ডল(২৮) বাড়ি সাগর পাড়া থানা এলাকায়। আশরুল ইসলামের বাড়ি ডোমকল থানা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।। ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে তার তদন্ত শুরু করেছ পুলিশ ইতিমধ্যে।

বনধে প্রভাব ছিল না মশাট, শিয়াখালায়

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: বুধবার বনধের কোনরূপ প্রভাব পড়েনি ডানকুনি এছাড়াও নবাবপুর ভগবতীপুর মশাট আইয়া শিয়াখালা অন্যত্র। সকাল বেলা কিছুক্ষণের জন্য মশাটে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয় বিজেপির সমর্থকরা। চন্ডীতলা থানার পুলিশ তাদের সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বাজার হাট স্বাভাবিক অটো টোটো এবং ভগবতীপুর টু পার ডানকুনি, ম্যাজিক গাড়ি যাতায়াত করে। এছাড়া নবাবপুর হাই মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিক ছাড়াও মাঝের আট মাদ্রাসা এবং বিদ্যালয়গুলি খোলা ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রতিদিনের ন্যায়।

الدعوة
দাওয়াত

◆ ইসলামী শরিয়তে পর্দার বিধান
◆ ইসলামে বাবা-মায়ের সম্মান

◆ জান্নাত লাভের উপায় বলে দিয়েছেন রাসূল সা.
◆ আমানতের খেয়ানত মারাত্মক অপরাধ

ইসলামী শরিয়তে পর্দার বিধান

কাজী সিকান্দার

‘পর্দা’ শব্দটি মূলত ফারসি। যার আরবি প্রতিশব্দ ‘হিজাব’। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদন, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেওয়া, গোপন করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মধ্যে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, নারী তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়।

মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে।

পর্দার বিধান

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি বিধানের মতো সুস্পষ্ট এক ফরজ বিধান।

পর্দা নারী-পুরষ উভয়ের জন্যই ফরজ। পর্দার বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ‘হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।

আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৯)

হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিজি, হাদিস : ১১৭৩)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই, যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।’ (বায়হাকি, হাদিস : ১৩২৫৬)

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে

জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী—জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন। (মুসলিম, হাদিস : ২১৫৯)

পর্দা পালনের পদ্ধতি

পর্দা পালনের তিনটি পর্যায় আছে—
১. গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা
২. বাইরে গমনকালীন পর্দা এবং
৩. বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা।

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা : নারীর প্রধান আবাসস্থল হলো তার গৃহ। গৃহে কিভাবে পর্দা রক্ষা করে চলবে তার নির্দেশনা আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন—‘যখন তোমরা তাদের (নবীপত্নীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।’

(সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৩)

এ আয়াতে বিশেষভাবে নবীপত্নীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

এ বিধানের সারমর্ম—নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যাবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরি হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নেবে।

বাইরে পর্দা : নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এ জন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর স্ত্রী সাওদা রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৭৯৫)

বাইরে কিভাবে পর্দা করবে তার স্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন—‘হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে; ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৯)

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক, যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক—জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির ওপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত।

এ থেকে বোঝা যায় যে বাইরে গমনের সময় বোরকা অথবা এমন কোনো পোশাক, যার মাধ্যমে পর্দা করা যায় তা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেওয়া। যা সাহাবি, তাবেঈ ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসির থেকে প্রতিভাত হয়।

নারীর সতর

সতর হলো যা খোলা যায় না বা কেউ দেখতে পারে না। এতটুকু ঢেকে রাখা ফরজ। নারীর সতরের ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে পরিবর্ত হয়।

নামাজের সময় নারীর সতর হলো মুখমণ্ডল, হাতের কবজি, পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতা ছাড়া পরিপূর্ণ শরীর। পরিপূর্ণ শরীর ঢেকে নামাজ পড়তে হবে।

মাহরাম পুরুষের সামনে নারী মাথা, দুই বাহু, হাত, পা ও মুখ খোলা রাখতে পারবে।

গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর সতর বা পর্দা হলো পরিপূর্ণ শরীর। তাদের সামনে পরিপূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

অন্য নারীদের সঙ্গে নারীর সতর হলো হাত, মুখ, পা, মাথা, পেট ও পিঠ ছাড়া বাকিগুলো। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত হলো অন্য নারীর জন্য সতর।

স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর কোনো সতর নেই। তেমনি স্ত্রীর জন্য স্বামীর কোনো সতর নেই, সব দেখতে পারবে। তবে গোপনাঙ্গ না দেখার বিষয়ে হাদিসে নির্দেশনা এসেছে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী গোপনাঙ্গ না দেখা উত্তম।

পুরুষের সতর : নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’

(সূরা : নুর, আয়াত : ৬০)

আয়াতের নির্দেশনা হলো যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামের মতো হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরি নয়।

এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেসব অঙ্গ খুলতে পারবে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে।

(তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন : খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-৪৩৯)

ইসলামী পর্দার কয়েকটি শর্ত

১. মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে নেওয়া। বোরকা বা অন্য কোনো পন্থায় গোটা শরীর ঢেকে রাখা জরুরি।
২. পরিহিত বোরকা ফ্যাশনমূলক না হওয়া।
৩. বোরকার কাপড় মোটা হওয়া, যাতে শরীরের আকৃতি অনুধাবন করা না যায়।
৪. বোরকা ঢিলেঢালা হওয়া। (আবু দাউদ : ২/৫৬৭, মুসলিম : ২/২০৫, আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/২৮, তিরমিজি : ২/১০৭)।

দোয়ার শক্তি ও সুফল

এরশাদ হোসেন

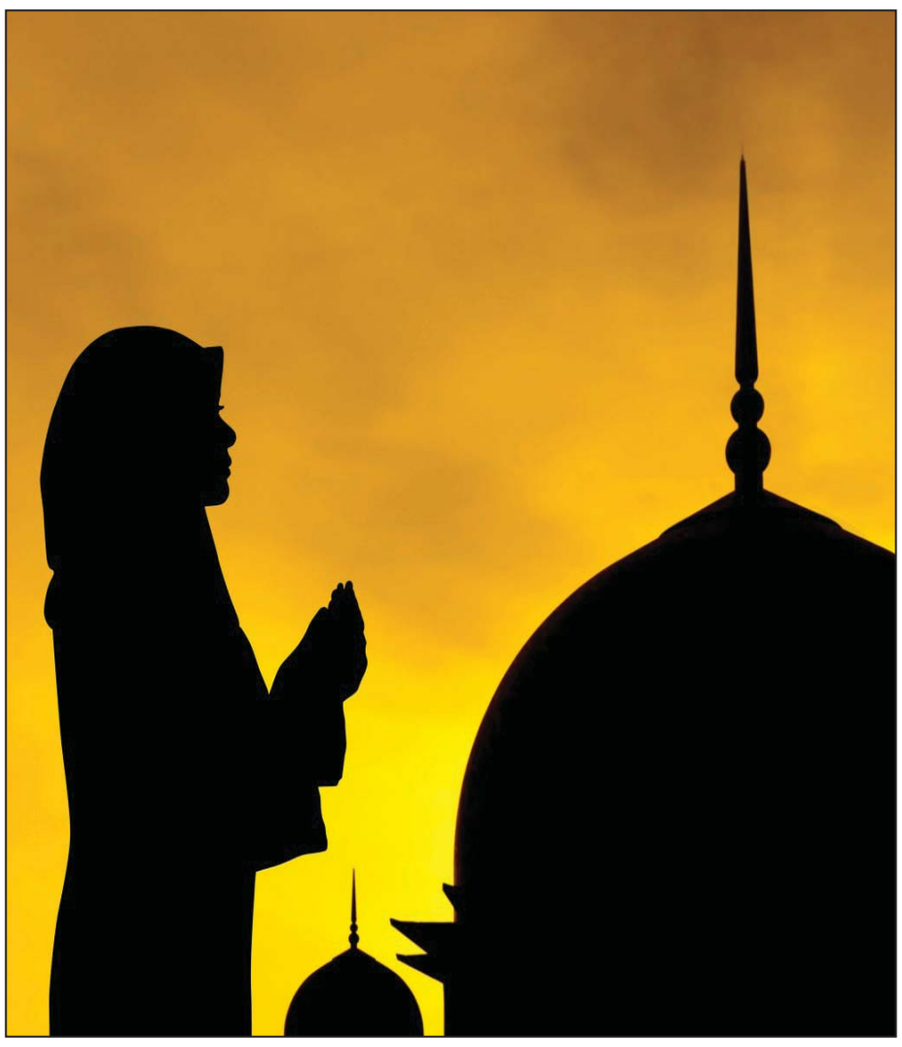

আমরা অনেকেই মহান আল্লাহর কাছে চাওয়ার এবং তাঁকে ডাকার বা তাঁর কাছে দোয়া করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছি! অথচ মহান আল্লাহর নির্দেশ—‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।’

(সূরা : মুমিন, আয়াত : ৬০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।’

(সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৬)

দোয়ার সংজ্ঞা ও প্রকার

দোয়া অর্থ নিরুপায়ভাবে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে নিবেদন করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য ও মঙ্গল কামনা করা। পারিভাষিক অর্থে দোয়া দুই প্রকার।

‘দোয়া-ই ইবাদাহ’ অর্থাৎ সব ইবাদতই এক ধরনের দোয়া এবং ‘দোয়া-ই মাসআলা’ অর্থাৎ কোনো কিছু মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

দোয়ার গুরুত্ব

পবিত্র হাদিসে দোয়াকে ‘মুখখুল ইবাদত’ বা ইবাদতের মগজ বলা হয়েছে। (তিরমিজি)

প্রিয় নবী সা. বলেন, ‘যার জন্য দোয়ার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।’ (তিরমিজি)

দোয়ার বরকতে মানুষের জীবনের গতিপথ বদলে যায়।

প্রিয় নবী সা. বলেন, ‘দোয়া ছাড়া কোনো কিছু ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া হায়াত বৃদ্ধি পায় না।’ (তিরমিজি)

যাদের দোয়া কবুল হয়

প্রিয় নবী সা.-এর বাণীতে কতিপয় ব্যক্তিত্বের দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া যায়। প্রিয় নবী সা. বলেন, ‘তিন শ্রেণির মানুষের দোয়া কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী : ক. পিতা-মাতার দোয়া, খ. মুসাফিরের দোয়া এবং গ. মজলুমের দোয়া। (আবু দাউদ)

এ ছাড়া অসুস্থজনের দোয়া কবুল হয়।

অসুস্থজনকে ক্ষমা করা হয় ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। হাদিসে আছে, ‘কোনো অসুস্থ ব্যক্তির কাছে গেলে তার কাছে নিজের জন্য দোয়া চাওয়া। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া ফেরেশতাদের দোয়া বা মিনতি করার মতো।’ (ইবনে মাজাহ)

অন্যদিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল হয়, প্রিয় নবী সা. বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো ভাইয়ের জন্য তার পেছনে (অনুপস্থিতিতে) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তবে ফেরেশতা ওই দোয়া কবুলের জন্য ‘আমিন’ বলেন। (কান্নাকাটি করে দোয়া করলে) নিজের জন্যও এ দোয়া কবুল হয়।’ (মুসলিম)

কবুল হয় না যাদের দোয়া

যেসব কারণে দোয়া কবুল হয় না, তা হলো—ক. পানাহার ও পোশাক হালাল না হওয়া, খ. দোয়ায় ইখলাস ও নিষ্ঠাহীনতা, গ. রক্তের বন্ধন ছিন্নকারীর দোয়া, ঘ. গুনাহ করা ও গুনাহে অবিচল থাকা, ঙ. দোয়ায় অমনোযোগী হওয়া, চ. দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া, ছ. সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ না করা ইত্যাদি।

এ ছাড়া ইবরাহিম ইবনে আদহাম (রহ.) বলেন, ১০ বিষয়ে তোমাদের অন্তর মরে গেছে, সুতরাং তোমাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে?... (‘আল আদাবুল জাদিদ’, তাজকেরাতুল আওলিয়া ও অন্যান্য)

দোয়ার প্রামাণ্যতা ও শক্তি

পবিত্র কুরআনে রয়েছে নবী-রাসূলদের অসংখ্য মাকবুল দোয়ার ভাষা ও বর্ণনা। পবিত্র হাদিসেও আছে প্রিয় নবী সা.-এর শেখানো ভাষায় মাকবুল দোয়ার বর্ণনা।

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো ভাষায় দোয়ার তাৎপর্য রয়েছে, এসব দোয়া কবুলের সম্ভাবনাও নিশ্চিত।

বুজুর্গদের বহুল চর্চিত-পরীক্ষিত আমল থেকে ‘দোয়ার শক্তি’ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা

অনেকে বলেন দোয়ায় কী হয়, কী পেলাম? অনেকেই দোয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, দোয়ার স্থান-কাল নিয়ে বিতর্কে জড়ান! তবে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছারও তাৎপর্য আছে, তিনিই বলেন, ‘তোমরা ইচ্ছা করলেই কিছু চাইতে পারো না যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।’ (সূরা : তাকভির, আয়াত : ২৯)

কাজেই দোয়ার পদ্ধতি ও আদব জেনে নেওয়া ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

জান্নাত লাভের উপায় বলে দিয়েছেন রাসূল সা.

ফেরদৌস ফয়সাল

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. নামে একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি ছিলেন মদিনা মনোয়ারার একটি মসজিদের ইমাম। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ইয়েমেনের কাজি হিসেবে নিয়োগ করেন।

মুআজ রা. যেদিন কর্মস্থলে রওনা দেন, রাসূলুল্লাহ সা.-ও তাঁকে পায়ে হেঁটে বেশ কিছু পথ এগিয়ে দিতে আসেন। মুআজ রা. অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, ‘আপনি সওয়ারিতে আরোহণ করুন।’

নবীজি সা. বলেন, ‘আমি তোমার প্রতি নয়, তোমার জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি।’

নবীজি সা. যখন মুআজ রা.-কে বিদায় জানাচ্ছিলেন, তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, ‘হে মুআজ, সম্ভবত আমার সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না।’ বাস্তবে ঘটেছিল তা-ই। হজরত মুআজ রা. ইয়েমেন থেকে ফিরে আসেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর।

মুআজ রা.-কে বিদায় জানাতে গিয়ে সর দিন রাসূলুল্লাহ সা. একটি বক্তব্য দেন।

হজরত মুআজ রা. বিদায়কালে বলেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন একটি পথ বাতলে দিন, যাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে পারি।’

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ‘মুআজ, তুমি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছ। আল্লাহ অবশ্য এটি যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য তা সহজ হয়ে যায়। তুমি কখনো আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, জাকাত দেবে আর হজ করবে।’

এর পর রাসূলুল্লাহ সা. নিজে থেকেই প্রশ্ন করেন, ‘আমি কি তোমাকে পুণ্যের দরজাগুলোর সংবাদ দেব না?’ বলেই তিনি বললেন, ‘রোজা ঢালের মতো (তা প্রতিটি বিপদ এবং শাস্তিকে প্রতিরোধ করে)। পানি যেমন আগুনকে, সদাকা ঠিক সেভাবে গুনাহ্র বিনাশ ঘটায়। তুমি রাতে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়বে।’

এই বলে রাসূল সা. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ‘বলো, তোমরা যদি মৃত্যুর বা নিহত হওয়ার ভয়ে পালাও, তাহলে তোমাদের লাভ নেই আর তোমরা পালাতে পারলেও তোমাদের জীবন ভোগ করতে দেওয়া হবে। বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল চান, কে তোমাদের রক্ষা করবে আর যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের বঞ্চিত করবে? ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।’ (সূরা আহজাব, আয়াত: ১৬-১৭)

তারপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ‘ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ, আর তার শৃঙ্গ হচ্ছে জিহাদ।’

প্রদর্শনে দানের মাহাত্ম্য নষ্ট

মাসুম আলভী

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘হে মুমিনরা, দানের কথা প্রচার করো না এবং কষ্ট দিয়ে (খোঁটা দিয়ে) তোমাদের দান ওই ব্যক্তির মতো ব্যর্থ করো না, যে নিজের ধনসম্পদ কেবল লোক দেখানোর জন্যই ব্যয় করে।’(সূরা বাকারাহ-২৬৪)
ছবিয়াল আর কলম সৈনিকরা একবার চিন্তা করে না যে, তাদের প্রদর্শনের ইচ্ছায়; গরিবরা তীব্র ব্যথা অনুভব করে শাড়ির আঁচলে মুখ লুকায়। তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করেও সওয়াবের পরিবর্তে গরিবের আত্মসম্মানে আঘাত হানে। তারা বুলি আউড়ায়, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন আর মানুষকে দানের প্রতি উৎসাহিত করাই আমাদের ইচ্ছা। তারা হয়তো জানে না, দান করে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করবে; আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না। লোক দেখানো দান আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। লৌকিকতা বা প্রদর্শনপ্রিয়তা তো ছোট শিরক।
রাসূল সা: বলেন, ‘আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক নিয়ে যতটা ভয় পাচ্ছি, অন্য কোনো ব্যাপারে এতটা ভীত নই।’ তারা (সাহাবি) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা:, ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের প্রতিদান প্রদানের সময় বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে যাদের দেখাতে তাদের কাছে যাও। দেখো তাদের কাছে তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কি না?’ (মুসনাদে আহমাদ-২২৫২৮)
ইবাদতে তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা আর প্রদর্শনপ্রিয়তামুক্ত ইবাদত, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে। আর গোপনে দান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত পছন্দের আমল। পরকালে গোপনে দানকারীর জন্য বিশেষ পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর মুমিন আশ্রয় পাবে, তাদের অন্যতম হলেন- ‘ওই ব্যক্তি, যিনি এমনভাবে গোপনে দান করেন যে তার ডান হাত কী খরচ করে, বাম হাত তা জানতে পারে না।’ (মুসলিম-১০৩১)
দানের লক্ষ্য যদি হয়, আল্লাহকে পাওয়া, গুনাহ মাফ, মর্যাদা বৃদ্ধি, বিচার দিবসে সুপারিশ প্রাপ্তি, তবে কেন নিজের প্রয়োজন পূরণের পর অবশিষ্ট নষ্ট ফেলনা জিনিস আল্লাহর জন্য। প্রিয়জনের জন্য তা-ই প্রাধান্য দেবো যা দিতে চাই সৃষ্টিকর্তাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘হে ঈমানদাররা, তোমাদের আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করো সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোনো রকম বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।’ (সূরা বাকারাহ-২৫৪)
তাবুক যুদ্ধে যখন রাসূল সা: মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য সাহায্য দিতে বললেন, তখন আবু বকর রা: সর্বস্ব দান করেন। ওমর রা: সব সম্পদের দু’ভাগের একভাগ পরিবারের জন্য রেখে বাকি সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে দেন। তারা দানের ক্ষেত্রে সীমাহীন উদারতার পরিচয় দেন। আমরা তো হাজী মুহসীনের গল্প বহু শুনেছি। দানকারীর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা: যথেষ্ট। রাসূল সা: বলেছেন, ‘তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও (প্রতিদান দেয়া হবে)।’ (বুখারি-৫৬)

আমানতের খেয়ানত মারাত্মক অপরাধ

আবদুল রশিদ

মুসলমানদের একে অপরের বিশ্বস্ত হতে হবে- রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন।
ইসলাম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থায় কোনোভাবেই অসত্য এবং অন্যায়ের স্থান থাকতে পারে না। একজন মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণামূলক আচরণ করবে না এটি ইসলামী সমাজের কাঙ্ক্ষিক্ষত ও কাম্য বিষয়। পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদিসে এ বিষয়ে বারবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : ‘যখন দুই পক্ষ মিলে যৌথ কোনো কাজ করে, আমি তখন তাদের (সঙ্গে) তৃতীয় পক্ষ হই। যে পর্যন্ত তারা পরস্পরের সঙ্গে খেয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা না করে।’ (-সুনানে আবুদাউদ, হাকেম)।
এ হাদিসে রাসূল সা. আরও বলেন, মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির মধ্য থেকে যে গুণটি সবচেয়ে আগে অদৃশ্য হয়ে যাবে তাহলো আমানতদারি তথা বিশ্বস্ততা। আর শেষ অবধি যা রয়ে যাবে তা হচ্ছে নামাজ। এমন অনেক নামাজি আছে যারা কোনো কল্যাণই অর্জন করতে পারে না।
আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন- রাসূল সা. বলেছেন, ‘তোমরা খেয়ানত কর না, কেননা খেয়ানত কতই না শাস্তি ও তিরস্কারযোগ্য।’ (-আবু দাউদ ও তিরমিজি)।
সততা হলো মানবজীবনের প্রধান মূলধন। যারা এ সম্পদে সমৃদ্ধ তারা সমাজের সবার আস্থার পাত্র। যে কারণে ইসলাম ব্যক্তিগত সততাকে গুরুত্ব দিয়েছে। হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কেয়ামতের দিন আমানতের খেয়ানতকারীকে হাজির করে বলা হবে- ‘তোমার কাছে গচ্ছিত আমানত ফিরিয়ে দাও। সে জবাব দেবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! কীভাবে তা ফিরিয়ে দেব? পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন তার কাছে গচ্ছিত রাখা জিনিসটি যেভাবে রাখা হয়েছিল ঠিক অনুরূপ আকারে জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে তাকে দেখানো হবে। অনন্তর তাকে বলা হবে- যাও, ওখানে নেমে ওটা তুলে আন। অতঃপর সে নেমে গিয়ে সেটি কাঁধে বয়ে নিয়ে আসবে। তার কাছে জিনিসটির ওজন পৃথিবীর সব পর্বত অপেক্ষা বেশি মনে হবে। তার ধারণা হবে, তুলে আনলেই সে দোজখের আগুন থেকে নাজাত পাবে। কিন্তু সে যখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে চলে আসবে, অমনি উক্ত জিনিসটি নিয়ে পুনরায় জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে পড়ে যাবে। এভাবে সে চিরকালই জাহান্নামে থাকবে। অনন্তর হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ‘নামাজ, অজু, গোসল, পরিমাপ ও পরিমাপের দাঁড়িপাল্লা সবই আমানতের শামিল, আর কারও রক্ষিত জিনিস সর্বাপেক্ষা বড় আমানত।
প্রত্যেক মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি যেমন বিশ্বস্ত হতে হবে তেমন আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর নির্দেশ পালনেও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং জেনেশুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত কর না।’ (-সূরা আনফাল-২৭)।
এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে ইমাম ওয়াহেদি (রহ.) বলেন, বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু লুবাবা রা. এর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
মুসলমানগণ যখন বনু কুরায়যাকে অবরোধ করে রেখেছিলেন, আর বনু কুরায়যার মহল্লায় লুবাবার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা অবস্থান করছিল। রাসূল সা. তখন কোনো এক বিশেষ প্রয়োজনে আবু লুবাবা রা.-কে বনু কুরায়যার কাছে পাঠালেন। কুরায়যা গোত্রের লোকেরা জানতে চাইল : আবু লুবাবা! সা’দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা যদি অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসি, তাতে আমাদের কী পরিণতি হবে বলে তুমি মনে কর?’ আবু লুবাবা রা. আপন গলার দিকে ইশারা করে বুঝাতে চাইলেন, তোমাদের সবার গলা কেটে ফেলা হবে, কাজেই তোমরা তা করতে যেও না। তার এ আচরণ ছিল আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানতের পর্যায়ভুক্ত। আবু লুবাবা রা. নিজেই স্বীকারোক্তি করেন, ‘আমি পা স্থানচ্যুত করার পূর্বেই বুঝতে সক্ষম হলাম, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের খেয়ানত করে ফেলেছি।’ (এরপর হজরত আবু লুবাবা রা. দীর্ঘ ছয় দিন মসজিদে নববীর একটি কাঠের খামের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখেন এবং তওবা মঞ্জুর হওয়ার ঘোষণা আসার পরই তিনি বাঁধনমুক্ত হন।) হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘আল্লাহ বান্দাদের জন্য যা কিছু (যে বিষয়গুলো) ফরজ করেছেন, তাই আল্লাহর আমানত।’ অর্থাৎ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহর দেওয়া ফরজ আদেশ-নিষেধ ভঙ্গ বা অমান্য কর না। হজরত কালবি রা. বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যচারিতাই হচ্ছে খেয়ানত।
আল্লাহর ফরজকৃত বিধানের ব্যাপারে প্রত্যেকেই আমানতদার।
আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, ‘মোনাফেকের চিহ্ন তিনটি : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন তা খেয়ানত করে। (-বোখারি ও মুসলিম)।
আহমাদ, বাযযার ও তাবারানির বর্ণনায় রাসূল সা. বলেছেন, ‘যার আমানতদারি নেই তার ইমান নেই এবং যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ভিতর দীন নেই। সব ব্যাপারেই খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা দোষণীয়। তবে একটা অন্যটা অপেক্ষা বেশি দোষণীয় হতে পারে। যে লোক ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করল, আর যে কারও অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা বা আরও বড় কোনো অপরাধ করল, তারা উভয়ে সমান নয়।

তাসবিহে ফাতেমির ফজিলত

মাইমুনা আক্তার

অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি আমল তাসবিহে ফাতেমি, যা মুমিনরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে করে থাকে। তাসবিহে ফাতেমি হলো বিশেষ কিছু জিকির, যা নবীজি সা. তাঁর কলিজার টুকরা কন্যাকে শিক্ষা দিয়েছেন।
হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, আলী রা. বলেন, একবার ফাতিমা রা. জাঁতা ব্যবহারে তাঁর হাতে যে কষ্ট পেতেন তার অভিযোগ নিয়ে নবী সা.-এর কাছে এলেন। কেননা তাঁর কাছে নবী সা.-এর নিকট কিছু দাস আসার খবর পৌঁছে ছিল।
কিন্তু তিনি নবী সা.-কে পেলেন না। তিনি তাঁর অভিযোগ আম্মাজান আয়েশার কাছে বলেন। নবী সা. ঘরে এলে আয়েশা রা. বিষয়টি তাঁকে জানালেন।
আলী রা. বলেন, রাতে আমরা যখন শুয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি (নবীজি) আমাদের কাছে এলেন। আমরা উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বলেন, তোমরা উভয়ে নিজ স্থানে থাকো। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটে তাঁর দুই পায়ের শীতলতা উপলব্ধি করলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে তোমাদের কি জানাবো না? তোমরা যখন তোমাদের শয্যাস্থানে যাবে, অথবা বললেন, তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশবার ‘সুবহানাল্লাহ’, তেত্রিশবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং চৌত্রিশবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে।
এটা খাদেম অপেক্ষা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।
(বুখারি, হাদিস : ৫৩৬১)
সুবহানাল্লাহ, এই বিশেষ জিকিরগুলো, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে করার নির্দেশনা হাদিসে পাওয়া যায়, প্রতিটিতেই এই আমলটির বিশেষ ফজিলত আছে। যেমন প্রতি নামাজের পর এই আমল করলে সাগরের ফেনা পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের শেষে তেত্রিশবার আল্লাহর তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহর তামহিদ (আলহামদুলিল্লাহ) বা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবির বা আল্লাহর মহত্ত্ব (আল্লাহু আকবার) বর্ণনা করবে আর এভাবে নিরানব্বইবার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা- শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদির’ অর্থাত্- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই।
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছু করতে সক্ষম—তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (মুসলিম, হাদিস : ১২৩৯)
অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, কাব ইবনে উজরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এমন কতগুলো তাসবিহ রয়েছে যার পাঠকারী তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর সে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবর ৩৪ বার বলবে। (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৪৯)
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই আমলের ফজিলত অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।
আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনকারী কয়েকজন মুসলিম মনীষী
১. আলী ইবনে আবি তালিব রা., রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে সর্বপ্রথম হাতেব ইবনে বালতায়া রা.-এর দাসীর ওপর নজরদারি করার জন্য নিয়োগ দেন। পরবর্তী তিন খলিফার সময়ও তিনি মদিনার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।
২. কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা রা., রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সময় নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেন।
৩. খারিজা বিন হুজাফা আস-সাহমি রা., মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা. তাঁকে মিসরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রধান নিয়োগ দেন।
৪. মুসআব ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., মারওয়ান ইবনে হাকাম তাকে মদিনার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।
৫. জাহহাক ইবনে কায়েস, মুয়াবিয়া রা.-এর নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন।
৬. আমর ইবনে সায়িদ, উসমান রা. তাঁকে কুফার গভর্নর ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।
৭. বিলাল ইবনে আবি বুরদা বিন মুসা আশআরি রা., খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সময় তিনি ইরাকের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামে বাবা-মায়ের সম্মান

মো: লোকমান

মায়ের কোলে থেকে পৃথিবী দেখা, বাবার হাতে হাত রেখে হাঁটতে শেখা সন্তানটি একদিন পরিপূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠে। জীবন আল্লাহর দান। বাবা-মা হলো সেই জীবনের একটি অংশ, অস্তিত্ব। বাবা-মা ছাড়া এই পৃথিবীতে আমাদের আসা সম্ভব হতো না। তাদের ত্যাগ ভালোবাসা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব থাকত না। পৃথিবীতে বাবা-মায়ের মতো আপনজন, বাবা-মায়ের মতো শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ হতে পারে না। সন্তানের পৃথিবীতে আসার পর কত স্বপ্ন কত আশা এই সন্তানকে ঘিরে থাকে বাবা-মায়ের। সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করা, লেখাপড়া শেখানো, তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ, এসব ছাড়া বাবা-মা আর কিছুই ভাবেন না নিজের জন্য। বিশেষ করে মায়ের ত্যাগ অনেক বেশি। কথায় বলে, ‘সন্তান যত দূরেই থাকুক সন্তান কষ্ট পেলে মায়ের মনে তা সাড়া দেয়।’ আশ্চর্য এক নাড়ির বন্ধন এটা। তাই তো মানুষ আঘাত পেলে নিজের অজান্তেই বলে ওঠে, মা। কষ্ট পেলে নিজের অজান্তে মা শব্দ বেরিয়ে আসাই প্রমাণ করে মা ও সন্তানের সম্পর্ক কতটা দৃঢ়।
বাবা-মায়ের মতো করে কেউ ভালোবাসতে পারে না। বাবা-মা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই তো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-‘তোমার প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমার জীবদ্দশায় তাদের যেকোনো একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের (কোনো কথায় বা আচরণে বিরক্ত হয়ে) উফ শব্দটিও বলো না। তাদের ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলবে। তাদের সামনে দয়াবনত হয়ে বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দাও। আর তাদের জন্য এ বলে দোয়া করো, হে প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা আমাকে দয়া দিয়ে লালনপালন করেছেন।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪)
বাবা-মায়ের প্রতি আমাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। বয়সের ভারে তারা যখন কর্মহীন হয়ে পড়েন তখন মানসিকভাবে তারা ভেঙে পড়েন। তখন সন্তানের উচিত তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। সার্বক্ষণিক বাবা-মায়ের খোঁজখবর রাখা। বাবা-মায়ের সেবায় জান্নাত মেলে। অথচ অনেককে দেখা যায়, বাবা-মায়ের খোঁজ নেই তিনি পীর ধরে পীরকে খুশি করতে ব্যস্ত, বাবা-মায়ের ভরণ পোষণ না করে নিজে চিল্লায় যাচ্ছে। আর বৃদ্ধাশ্রম তো আছেই। অথচ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা: একদিন তিনবার বললেন, ‘তার নাসিকা ধুলায় ধূসরিত হোক!’ সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কার ব্যাপারে এসব বদদোয়া করছেন? রাসূল সা: বললেন, ‘যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেলো তবুও সে (তাদের খেদমত করে) জান্নাতের পথ সুগম করতে পারল না।’ (মুসলিম-২৫৫১) বাবা-মায়ের ঋণ কখনো শোধ করার নয়। তাই যত দিন তারা বেঁচে থাকেন তাদের সেবা করে যেতে হবে। বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে কোনো ইবাদতই সফল হবে না।
অন্য এক হাদিসে মহানবী সা: বলেছেন, ‘মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।’ (তিরমিজি)
এমনকি সে মা-বাবা যদি বিধর্মী হয় তবুও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। আরেক হাদিসে আসমা বিনতে আবু বকর রা: বলেন, কুরাইশদের সাথে সন্ধির দিনে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সা:-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ সা: উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ, সদ্ব্যবহার করো’। (বুখারি) আমাদের ইহকালের সুখের জন্য মা-বাবা যেমন আজীবন চেষ্টা করেন তেমন মা-বাবার সেবায় পরকালেও সুখ মিলবে। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, ‘যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে তাকায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সাওয়াব দান করেন।’ (সুনানে বায়হাকি-৪২১) সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ সবচেয়ে বেশি। কারণ, প্রসব যন্ত্রণার মতো এত কঠিন যন্ত্রণা আর নেই। তাই তো মা হিসেবে ইসলামে একজন নারীর অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। ইসলামে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশি।
পবিত্র কুরআনে মায়ের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করে মাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। একবার এক লোক এসে রাসূল সা:-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার থেকে সদাচরণ পাওয়ার সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের’। তিনি আবারো একই প্রশ্ন করলেন। রাসূল সা: দ্বিতীয়বারও উত্তরে বললেন, ‘তোমার মায়ের’। তিনি আবারো একই প্রশ্ন করলেন, রাসূল সা: তৃতীয়বারের উত্তরেও বললেন, ‘তোমার মায়ের’। তিনি আবারো একই প্রশ্ন করলেন, রাসূল সা: চতুর্থবার বললেন, ‘তোমার বাবার’। (বুখারি-৫৬২৬) আরেক হাদিসে হজরত আবু উমামা রা: বর্ণনা করেন-এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা:-কে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্তানের ওপর মা-বাবার হক কী? উত্তরে বিশ্বনবী সা: বললেন, ‘তারা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম’। অর্থাৎ যারা মা-বাবার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে, তারা সফল হবে। আর যারা তাদের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে তাদের জন্য লাঞ্ছনা। মায়ের সেবা করা, মায়ের যত্ন নেয়া এবং মাকে খুশি করার গুরুত্ব বোঝাতে রাসূল সা: আরেক হাদিসে ইরশাদ করেন, ‘জান্নাত মায়ের পদতলে’। (কানজুল উম্মাল-৪৫৪৩৯) কোনো অবস্থায় কখনো আমাদের বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। তাদের সুখী রাখতে। বৃদ্ধাশ্রমে নয়, নিজের চোখের সামনে হাতের কাছে রেখে সেবা করতে হবে। এই বাবা-মা বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে আমাদের সব আপদ-বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আদর ভালোবাসায় লালনপালন করেছেন। আমাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। আমাদের ঘুম পাড়িয়েছেন। আমাদের চোখের পানি মুছে দিতে যে মায়ের আঁচল সবার আগে উঠে এসেছে, সেই আঁচলটি ফিকে হলেও আমরা শক্ত করে আগলে রাখতে চেষ্টা করব। আমরা বাবা-মায়ের মনে আঘাত দিয়ে আমাদের পরকাল নষ্ট করব না কখনোই।

আল নাসরে জিদানকে কোচ হিসেবে চান রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালে আলোড়ন তুলে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা যোগ দেওয়ার পর ধারণা করা হচ্ছিল, আল নাসরই হয়তো সৌদি প্রো লিগে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে।

কিন্তু রোনাল্ডোকে নিয়েও সেটি করতে পারেনি আল নাসর। এর মধ্যে 'সিআর সেভেন' ব্যক্তিগতভাবে বেশি কিছু রেকর্ড গড়লেও দলের হয়ে শুধু একটি শিরোপাই জিততে পেরেছেন। রোনাল্ডো আসার পর এখন পর্যন্ত আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের শিরোপা ছাড়া আর কিছুই জেতা হয়নি আল নাসরের। ক্লাবটির সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলাল। গত মৌসুমে এই আল হিলালের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল আল নাসর। এরপর কয়েক দিন আগে সৌদি সুপার কাপের ফাইনালেও আল হিলালের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হন রোনাল্ডোরা।

দলের এমন পারফরম্যান্সের পর প্রশ্ন উঠেছে কোচ লুইস কাস্ত্রোর ভূমিকা নিয়ে। জানা গেছে, এই মুহূর্তে নতুন কোচের সন্ধান শুরু করেছে ক্লাবটি। এ ক্ষেত্রে রোনাল্ডোর পছন্দের তালিকায় আছেন জিনেদিন জিদান।

রোনাল্ডোর এই বিশেষ পছন্দের খবরটি জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা। মাদ্রিদভিত্তিক ক্রীড়া সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, বর্তমান কোচ কাস্ত্রোর পাফরম্যান্সে খুশি নয় আল নাসর কর্তৃপক্ষ। তারা সবগুলো শিরোপার জন্য লড়তে চায়, কিন্তু দলকে সাফল্য এনে দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন পর্তুগিজ এই কোচ। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি নন রোনাল্ডো নিজেও। দলের নীতিনির্ধারণ কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রোনাল্ডোর চাওয়া জিদান কোচ হয়ে আসুন। রিয়াল মাদ্রিদে জিদানের সঙ্গে জুটি গড়ে পাওয়া সফলতাকেই আল নাসরের হয়ে আবার ফেরাতে চান পর্তুগিজ অধিনায়ক। এর কাস্ত্রোকেও অবশ্য রোনাল্ডোর পছন্দেই কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল আল নাসর। সৌদি ক্লাবের সঙ্গে জিদানকে জড়িয়ে গুঞ্জন অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এর আগে গত বছর নুনো এস্পিরিতো সান্তো আল ইত্তিহাদ ছাড়ার পর জিদানের ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। সে সময় ইত্তিহাদ নাকি জিদানকে কিনতে জোর চেষ্টা করেছিল। যদিও সেই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। শোনা গিয়েছিল জিদানকে আল নাসরের প্রস্তাব দেওয়ার কথাও। গত বছরের মে মাসে জানা গিয়েছিল, জিদানকে পেতে ১৭২৭ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছে আল নাসর। যদিও সে প্রস্তাবে নাকি 'না' করে দেন জিদান। এখন রোনাল্ডোকে সঙ্গে নিয়ে আবার জিদান-মিশনে নামল আল নাসর, এবার তারা সফল হয় কি না সেটাই দেখার বিষয়।

ইউএস ওপেনের দীর্ঘতম ম্যাচে জিতলেন ইভান্স

আপনজন ডেস্ক: ইউএস ওপেনের শীর্ষ বাছাই তিনি। কিন্তু ইয়ানিক সিনারের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে কথা হচ্ছে কমই। হবেইবা কীভাবে, ডোপিং-কেলেঙ্কারিতে যে নাম এসেছে তাঁর। কিছুদিন আগে জানা যায়, এ বছরের শুরুতে দুবার ডোপ টেস্টে পজিটিভ হয়েছিলেন সিনার। তবে সেই ঘটনায় তদন্ত শেষে সিনারের ফিজিওথেরাপিস্টের ওপর দায় চাপিয়ে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় সিনারকে। ইউএস ওপেনের আগে সেটি নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়।

সেই সব বিতর্ককে পেছনে ফেলে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সিনার। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পুরুষ এককের তৃতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও। মেয়েদের বিভাগের শীর্ষ বাছাই ইগা সিওনতেক ও দুবারের চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাও উঠেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তবে হেরে গেছেন আরেক সাবেক চ্যাম্পিয়ন এমা রাদুকানু। তবে এই সব তারকাদের ছাপিয়ে দ্বিতীয় দিনে রেকর্ড গড়া এক ম্যাচ খেলেছেন ড্যানিয়েল ইভান্স ও কারেন খাচানভ।

বাংলাদেশ সময় কাল রাতে যুক্তরাষ্ট্রের অখ্যাত ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডের কাছে প্রথম সেটে হেরে গেলেও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের তিনটি সেট জিতে নেন সিনার। সব সময় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আসা সিনার জিতেছেন ২-৬, ৬-২, ৬-১, ৬-২ গেমে।

রড লেভার ও রাফায়েল নাদালের পর উন্মুক্ত যুগে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জয়কে পাখির চোখ করা আলকারাজ হারিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার লি তুকে। ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ ৬-২ গেমে প্রথম সেটটা জিতলেও দ্বিতীয় সেটে ৪-৬ গেমে হেরে যান বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা তুর কাছে। তবে পরের দুটি সেট ৬-৩, ৬-১ গেমে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে যান টেনিসের ভবিষ্যৎ স্প্যানিশ তারকা।

পাঁচ সেটে গড়ানো ম্যাচের শেষ সেটে ০-৪ গেমে পিছিয়ে পড়েছিলেন ড্যানিয়েল ইভান্স। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই ম্যাচে রাশিয়ার কারেন খাচানভকে হারিয়েছেন ব্রিটিশ খেলোয়াড় ইভান্স। আর সেটি করতে গিয়ে উন্মুক্ত যুগে ইউএস ওপেনে সবচেয়ে দীর্ঘ ম্যাচ খেলার রেকর্ডও গড়েছেন ইভান্স।

অবাছাই ইভান্স ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের মহাকাব্যিক এক ম্যাচে ২৩তম বাছাই খাচানভকে হারিয়েছেন ৬-৭ (৬/৮), ৭-৬ (৭/২), ৭-৬ (৭/৪), ৪-৬, ৬-৪ গেমে। ম্যাচের প্রতিটি সেটই শেষ হতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে। আগের রেকর্ডটি ছিল স্টেফান এডবার্গ ও মাইকেল চ্যাংয়ের। ১৯৯২ সালে পুরুষ এককের সেমিফাইনালে ৫ ঘণ্টা ২৬ মিনিট লড়াই শেষে ৬-৭, (৩/৭), ৭-৫. ৭-৬ (৭/৩), ৫-৭, ৬-৪ গেমে জেতেন সুইডিশ তারকা এডবার্গ।

আইএসএল সমস্যা মিটল মহামেডানের

আপনজন ডেস্ক: যেন পেন্ডুলামের মতো এদিক থেকে ওদিকে দুলছে পুরো বিষয়টি। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ইনভেস্টর সংক্রান্ত জট কাটল অনেকটাই। মঙ্গলবার, প্রধান দুই ইনভেস্টর শ্রাচী স্পোর্টস এবং বাঙ্কারহিল গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সাদাকালো কর্তারা। আর সেই আলোচনাতেই জট অনেকটা কেটে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সই করার বিষয়ে রাস্তা অনেকটাই খুলেছে। মহামেডান ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ জানিয়েছেন, "আমরা সবাই একসঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। এইমুহূর্তে প্রায় সবকিছুই কার্যত চূড়ান্ত। সমস্যা মিটে গেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য সংখ্যা নিয়ে আমরা সবাই একমত হয়েছি।" আর এখন যা পরিস্থিতি, তাতে বুধবারই সই পর্ব মিটে যাবে বলে আশাবাদী সব পক্ষ। ফলে, আইএসএল-এর আগে অনেকটাই স্বস্তি ফিরল সাদাকালো শিবিরে। প্রসঙ্গত, মহামেডান স্পোর্টিং-এর ইনভেস্টর হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে বাঙ্কারহিল গ্রুপ। যেহেতু এবার আইএসএল খেলবে সাদকালো ব্রিগেড, তাই তার আগে শ্রাচী স্পোর্টস নয়া ইনভেস্টর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মাঠে বল গড়ানোর আগেই একাধিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে। সোমবার, রাতের দিকে একটি ভিডিও বার্তায় মহামেডান কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাঙ্কারহিল কর্তা দীপককুমার সিং। এমনকি, তিনি নিজে থেকে সরে যাওয়ার কথাও জানান সেই বার্তায়। আর এরপরই এদিন তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে সব পক্ষ। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, সেই মিটিংয়ে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে। আর তারপরই সেই হাইভোল্টেজ বৈঠকের পর জট অনেকটাই কেটেছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে আসন্ন আইএসএল-এর সূচি। এবারই প্রথম দেশের সেরা ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে নামছে মহামেডান। দেশের এক নম্বর লিগে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর, মহামেডানের প্রথম ম্যাচ রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।

প্যারা অলিম্পিকে ডবল ডিজিটের পদক পাওয়ার লক্ষ্যে নামছে ভারত

আপনজন ডেস্ক: প্যারা অ্যাটলেটিক্স এর প্রধান কোচ সত্যনারায়ণের মতে আসন্ন প্যারা অলিম্পিকে ভারতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে দশটি পদক জেতার, তার মধ্যে উল্লেখ্য হলে পাঁচটি সোনার। এখন প্রধান লক্ষ্য হলো গতবারের তুলনায় আরো কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এবারের পারফরমেন্সের উন্নতি করা। ৫২ জন পুরুষ তথা ৩২ জন মহিলাকে নিয়ে একটি সামগ্রিক দল গঠন করা হয়েছে। নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের। আরো জানা গেছে যে লক্ষ্য হলো টোকিও অলিম্পিকে জেতার ও ব্রোঞ্জ পদকগুলিকে সোনায় রূপান্তরিত করা। খেলোয়াড়রা তাদের নিজেদের প্রশিক্ষণের প্রতি যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে তা সত্যিই অনবদ্য। যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে প্রাণপাতমূলক পরিশ্রমের ফলেই তারা প্যারিসে পৌঁছেছে। দীপ্তি জীবনজি, একতা ভয়ান, সিমরান শর্মা, সুমিত আনতিল, মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু ও শচীন খিলাড়ির মতো খেলোয়াড়দের ওপর অগাধত আস্থা রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। সেই আশায় বুক বাঁধছে গোটা ভারতবাসী।

এলএসজির নতুন মেন্টর ভারতের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার জাহির খান

মারুফা খাতুন

আপনজন: ২০২৫ এর আসন্ন আইপিএলে এলএস জি-র ফ্যানেরা পেতে চলেছেন এক বড় চমক। শোনা যাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফ থেকে ফাস্ট বোলার জাহির খান কে মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। ফ্রাঞ্চাইজির তরফ থেকে এই সিদ্ধান্তকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ ২০২২ এর আত্মপ্রকাশ করা এই দল পরপর দুবার প্লে অফ এ পৌঁছেও কাপ জিততে ব্যর্থ হয়। প্রাক্তন মেন্টর গৌতম গম্ভীর এর জায়গা নিতে চলেছেন জাহির খান। বর্তমানে গম্ভীর ২০২৩-এর আইপিএলে এল এস জি ছেড়ে কে কে আর-এ যোগ দেন জাহির। জানিয়েছেন যে, দলের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু করার তা করব। সুতরাং প্রত্যাশা যে বেশি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এর মতে দলের জন্য এই সিদ্ধান্ত একটি বিশেষ কিছুর সূচনা করতে চলেছেন। কারণ এল এস জি-তে বর্তমানে একজন বোলিং কোচ নেই। সেক্ষেত্রে দলের বোলিং কোচ হিসেবে জাহির যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছেন তা তিনি নিজেই আশ্বস্ত করেছেন। এর আগে জাহির আরসিবি,এমআই,ও ডিডি-র মতো দলের হয়ে খেলেছেন। খেলার প্রতি যে নিষ্ঠা, জেতার জন্য সক্ষমতা, এবং সাফল্যের যে ক্ষুধা রয়েছে জাহিরের মধ্যে তা গোয়েঙ্কা-কে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি আরো জানান, জাহির কোন ফ্রাঞ্চাইজের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তাই এল এস জি-তে যোগ দেওয়ানোর জন্য খুবই সহজলভ্য ছিল বিষয়টি। আমরা এই মুহূর্তে খুবই উত্তেজিত ওনাকে দলে নিয়ে, আশা করছি এল এস জি-র ভবিষ্যতের জন্য জাহির বিস্ময়কর কাজ করবে।

এলএস ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচিং ক্যাম্প

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লক বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে ষাট মনীষা হাই স্কুল মাঠে, উদ্বোধন হলো এল এস ফুটবল একাডেমির কোচিং ক্যাম্প। এর তত্ত্বাবধানে ষাট মনীষা হাই স্কুল কমিউনিটি। সূত্রে জানা যায় কোচিং করাবেন ফুটবল খেলোয়াড় আলামিন পাইক। এদিন এই ফুটবল এ্যাকাডেমির শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখ মো: নঈম বাবু সহ সমস্ত সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ ও সমাজের বিভিন্ন ব্যাক্তিবর্গ।

এছাড়াও পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ পার্থ প্রতিম খামারু (চুকেদা), কোচ অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমা ক্রীড়া সংঘের সম্পাদক তথা বিশিষ্ঠ সমাজসেবী রেজাউল করিম। এদিন প্রধান শিক্ষক বলেন আমাদের ছাত্রদের খেলার মতো বড়ো তেমনটা কোনো মাঠ নেই, এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের খেলার স্বার্থে আমার নিজের ব্যক্তিগত দিক হতে ১লক্ষ টাকা দেবো এবং আমি ১বিঘা জায়গা মাঠের জন্য খুব শীঘ্রই ক্রয় কোরিবো বলে আশ্বাস দেন।

এই মহান উদ্যোগকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। রেজাউল বাবু বলেন, প্রত্যেক কাজ ছোট থেকে বড় হয়। তেমন ছোটো চারা গাছটি রোপণ করা হলে, আগামীদিন একটা বৃক্ষে পরিণত হবেই।

মাঠে জ্ঞান হারানোর পর হাসপাতালে মারা গেলেন উরুগুয়ের ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার কোপা লিবার্তাদোরেসে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে সাও পাওলোর কাছে ২-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে একই ব্যবধানের হারে বিদায় নেয় উরুগুয়ের ক্লাব নাসিওনাল। কিন্তু ফিরতি লেগের সেই ম্যাচের ফল ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল একটি দুর্ঘটনা।

হৃদযন্ত্রের সমস্যায় সে ম্যাচে মাঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন নাসিওনাল ডিফেন্ডার হুয়ান ইজকুয়েরদো। গতকাল ২৭ বছর বয়সী ইজকুয়েরদোর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে নাসিওনাল।

৮৯৯ গোল করে রোনাল্ডো বললেন, এটা কেবল শুরু ব্রাজিলের সাও পাওলোয় অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচের ৮৪ মিনিটে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ইজকুয়েরদো। ঘটনার আগে মাঠে কারও সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষও হয়নি। মাঠেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে এত দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন ইজকুয়েরদো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে জানিয়েছে, কার্ডিওপালমোনারি বিকল হয়ে পড়ায় (যা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) ইজকুয়েরদো মারা গেছেন।

কোপা লিবার্তাদোরেসে শেষ ষোলো ফিরতি লেগে মাঠেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ইজকুয়েরদো

কোপা লিবার্তাদোরেসে শেষ ষোলো ফিরতি লেগে মাঠেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ইজকুয়েরদোএএফপি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে নাসিওনালের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ক্লাব নাসিওনাল গভীর দুঃখ ও শোক নিয়ে হুয়ান ইজকুয়েরদোর মৃত্যুর খবরটি জানাচ্ছে। তার পরিবার, বন্ধু, সতীর্থ, স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। এই অপূরণীয় ক্ষতিতে নাসিওনালের সবাই শোকাহত।'

ইজকুয়েরদো অসুস্থ হয়ে পড়ার পর গত সপ্তাহে সব ধরনের ফুটবল কার্যক্রম স্থগিত রেখেছিল উরুগুয়ে। ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, বুধবার ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত সব ফুটবল ম্যাচেই ইজকুয়েরদোর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে ডেভিড ম্যালান

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান ডেভিড ম্যালান। সামনের মাসে ৩৭ পূর্ণ করতে চলা এই বাঁহাতি ইংল্যান্ডের হয়ে ২২টি টেস্ট, ৩০টি ওয়ানডে ও ৬০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি ম্যালানকে। বিশ্বকাপের পরপরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে নতুন চেহারার ইংল্যান্ড দলে সুযোগ হয়নি তাঁর। তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, হয়তো আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সেখানেই শেষ ম্যালানের। আজ দ্য টাইমসে মাইকেল আথারটনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ম্যালান নিশ্চিত করেন, অবসরের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন তিনি। পরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেটে বোর্ডের (ইসিবি) মাধ্যমে দেওয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ম্যালান বলেছেন, '২০১৭ সালের জুলাই থেকে দুর্দান্ত এক যাত্রা ছিল এটি। তিন সংস্করণেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।'

ম্যালান বলেন, 'বেশির ভাগ খেলার মতোই ক্রিকেটেও সবাই অবসর নেয় এটা ভেবে যে হয়তো আরও কিছু করা যেত। ১০টি টেস্ট খেলেন বা ১০০টি, অনেকেরই সরে যাওয়ার সময় আরেকটি টেস্ট না খেলার, আর কয়েকটি রান না করার বা আরও বেশি শিরোপা না জেতার আক্ষেপ হয়তো থাকে।'

তবে তাঁর ক্ষেত্রে এমন হচ্ছে না বলে মনে করেন ম্যালান। তিনি বলেছেন, 'এ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সময় আমি বলতে পারি, আমি সত্যিই তৃপ্ত। ব্যাপারটি অবশ্য সহজ ছিল না। হয়তো আমার প্রকৃতিই এমন বা যে কারণেই হোক, সব সময়ই মনে হয়েছিল, আমার কিছু প্রমাণ করতে হবে। প্রায়ই মনে হতো, আমি হয়তো জায়গা ধরে রাখতেই খেলছি। চাপ হয়তো চলে যায়, তবে মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে প্রভাব ফেলে। এরপরও আমার যা অর্জন, সেসবের দিকে ফিরে তাকিয়ে গর্ব হয়।' তিন সংস্করণে খেললেও টেস্ট ক্যারিয়ারটা সেভাবে বড় হয়নি ম্যালানের। ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডই হয়তো তাঁকে সেভাবে কাজে লাগায়নি, সে সময় তাদের হয়ে খেলছিল মরগান-রুটদের 'সোনালি প্রজন্ম'। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারটা দীর্ঘই, সবচেয়ে সফল হয়েছেন সে সংস্করণেই।

ম্যালান অবশ্য বলছেন, আরও অনেকের মতো টেস্টকেই সবচেয়ে এগিয়ে রাখবেন তিনি। আক্ষেপটাও হয়তো এখানেই বেশি তাঁর। আথারটনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'তিন সংস্করণই আমি অনেক গুরুত্বসহকারে নিয়েছি, তবে টেস্ট ক্রিকেটের তীব্রটার ধরনটাই আলাদা। শুধু পাঁচ দিন নয়, তার আগে প্রস্তুতিও আছে। আমি অনেক অনুশীলন করি, নেটে অনেক বল খেলতে ভালোবাসি, প্রস্তুতিটা কঠোরভাবে নিই। আর তারপর আসে লম্বা সব দিন। মন সরানোই কঠিন হয়ে পড়ে। মানসিক দিক দিয়ে বেশ ধকল যেত আমার, বিশেষ করে যে লম্বা টেস্ট সিরিজে আমি খেলেছি। তৃতীয় বা চতুর্থ টেস্টের পর পারফরম্যান্সও পড়ে যেত।'

সব সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৪১৬ রান; ৮টি শতক ও ৩২টি ফিফটি আছে তরুণ বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিডলসেক্সের হয়ে খেলতে আসা ম্যালানের। জস বাটলার ছাড়া একমাত্র ইংলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরির কীর্তিও ম্যালানের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**